আখেরাতের মহামুক্তি

ও

জান্নাতী সিলেবাস

নায়েবে রাছুল ও মুজাদ্দিদে আ'জম

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত

Web: www.islamicharf.org , www.facebook.com/isalmicharf.org

¤প্রথম প্রকাশ¤

২১ এপ্রিল ২০১৫

¤প্রকাশক¤

হযরত হাতেম আলী (রহ:)

¤স্পন্সর¤

¤হযরত হাতেম আলী (রহ:) ফাউন্ডেশন¤

¤ওয়েবসাইট¤

http://www.islamicharf.org
https://www.facebook.com/isalmicharf.org

[Caution]
[This Book Not For Sale]

(CopyRight © 2015 By হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

নায়েবে রসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাতেম আলী (রহঃ) –এর দলীল ভিত্তিক প্রচারিত শিক্ষা

আখেরাতের মহামুক্তি

ও

জান্নাতী সিলেবাস

দুধল দরবার শরীফ

বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্‌রাসা

নিকলী–কিশোরগঞ্জ।

প্রকাশকবৃন্দ

আলহাজ্ব মুফতি শাহ্ মুহাঃ সাইফুল্লাহ **বড় সাহেবজাদা,** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।	মুফতি শাহ্ মুহাঃ ছফিউল্লাহ **মেঝ সাহেবজাদা,** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
আলহাজ্ব মুফতি শাহ্ মুহাঃ তাজুল ইসলাম **বড় সাহেবজাদা,** **মির্জাপুর তাছাওউফ দরবার শরীফ** দামপাড়া, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।	মুফতি শাহ্ মুহাঃ শরীয়াতুল্লাহ **ছোট সাহেবজাদা** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
মাওঃ মুহাঃ জোবায়ের হোসেন [মরহুম মুজাদ্দিদে আ'জমের নাতি], **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।	আলহাজ্ব মাওঃ শাহ মুহাঃ জহিরুল ইসলাম **মেঝ সাহেবজাদা** মির্জাপুর তাছাওউফ দরবার শরীফ দামপাড়া, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।
অধ্যক্ষ, মাওঃ আ.ন.ম. আবদুল হাই **বড় জামাতা** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।	আলহাজ্ব মুফ্তি মুহাঃ অলিউর রহমান **মেঝ জামাতা** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
মাওঃ মুফতি মুহাঃ আল-আমিন **সেঝ জামাতা** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।	মাওঃ মুহাঃ শিহাব উদ্দিন **চতুর্থ জামাতা** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
মাওঃ মুহাঃ আবদুশ শাকুর **পঞ্চম জামাতা** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।	মাওঃ মুহাঃ সাইফুল ইসলাম **ছোট জামাতা** **দুধল দরবার শরীফ** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

সূচীপত্র

০১	ভূমিকা	০১
০২	জান্নাতী হইতে হইলে কতটুকু ইলেম শিক্ষা, আমল ও জারি কায়েম করিতে হইবে? তাহার বর্ণনা	০২
০৩	পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের বর্ণনা	০২
০৪	আমলী মাছয়ালা কত ভাগে বিভক্ত। তাহার বর্ণনা	০৩
০৫	সূরা ফাতেহা হইতে জান্নাতী সিলেবাস আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের বর্ণনা	০৪
০৬	তাফসীরের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের বর্ণনা	০৪
০৭	কিসে ঈমান পরিপূর্ণ হয় ?	০৫
০৮	হাদীস শরীফের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের বর্ণনা	০৫
০৯	কুরআনে তিন ধারার মাছয়ালা রহিয়াছে	০৬
১০	ইসলামী আইনের কিতাবের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের বর্ণনা	০৭
১১	ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে ফকীহ বলা হয় কেন?	০৭
১২	কাহারা কামেল আর কাহারা গোমরাহ ?	০৭
১৩	কি উদ্দেশ্যে ইল্‌মে দ্বীন শিখতে হইবে ?	০৮
১৪	দ্বীন জারি কায়েমের উদ্দেশ্যে ইলেম শিক্ষাকারী আলেমদের মর্তবা	০৮
১৫	দ্বীন শিখতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু ব্যক্তির মর্তবা	০৯
১৬	আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও দ্বীন জারী কায়েমের উদ্দেশ্যে ইলেম শিক্ষা করিবার বরকত	০৯
১৭	কাহাদের জন্য দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট হইবেন	১০
১৮	উভয় জগতে শান্তি পাওয়ার উপায় কি ?	১০

১৯	মহান আল্লাহ তায়ালা কাহাদের মঙ্গল চান ?	১২
২০	মহান আল্লাহ তায়ালা কাহাদের ভালবাসেন ?	১২
২১	পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সঠিক রূপরেখার বর্ণনা	১২
২২	হাদীসের মাধ্যমে ৪০ প্রকার মাছয়ালার প্রমাণ	১৩
২৩	কি কাজে ১০০ শহীদের ছাওয়াব পাওয়া যাইবে	১৪
২৪	কিতাব অনুযায়ী জান্নাতী সিলেবাসের সঠিক রূপরেখা	১৫
২৫	কাহাদের ভাগ্যে হাওজে কাওছারের পানি মিলিবে না	১৬
২৬	ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজের প্রমাণ	১৬
২৭	ইলমে তাছাওউফ সর্ব অবস্থায় দায়েমী ফরজ	১৮
২৮	ইল্‌মে তাছাওউফের বিভিন্ন নাম সমূহ	১৯
২৯	ইল্‌মে তাছাওউফের সঠিক পরিচয়	২০
৩০	কিতাবী ধারায় ইলমে তাছাওউফ হাছিলের পদ্ধতি	২১
৩১	অন্তরের স্বভাবগুলির তা'রীফ, ছবব, আলামত ও এলাজের মাছয়ালা শিক্ষা করা কি ?	২২
৩২	সাহাবীগণ সর্বদা আত্মার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতেন	২২
৩৩	অতীত যুগের মুসলমান আর বর্তমান মুসলমানদের আখলাক	২৩
৩৪	তাছাওউফ শিক্ষা ও আমলকারীদের উদাহরণ	২৪
৩৫	ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় কি ?	২৫
৩৬	নায়েবে রসুলের নিকট হইতে দ্বীন শিক্ষা করিবার মর্তবা	২৫
৩৭	পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বর্তমানে পুরাপুরিভাবে আছে কিনা ?	২৬
৩৮	ফিকাহ ও তাছাওউফের বর্তমানে কোন ভাগ আছে আর কোন ভাগ নাই	২৯
৩৯	অতীতেও ধর্মের কোনো কোনো অংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল	৩১
৪০	ইয়াহইয়া (আঃ) কেন শাহাদাত বরণ করিলেন	৩২
৪১	শিক্ষামূলক এক বিশেষ ঘটনা	৩৩

৪২	কিয়ামতের মাঠে হায়াত ও যৌবনের হিসাব সহজে দেওয়ার সঠিক উপায় কি	৩৫
৪৩	মানুষ পারিবে না এমন কোন বিধান মহান আল্লাহ দেননি	৩৬
৪৪	জিকিরে অন্তরের কু-রিপুসমূহ দূর হয় না	৩৭
৪৫	অন্তরের কু-রিপু দূর করিবার উপায় কি ?	৩৮
৪৬	জিকির করা হয় কেন ?	৩৯
৪৭	দৈনিক কি পরিমাণ জিকির করা দরকার ?	৩৯
৪৮	প্রচলিত জিকির আজকার করা কি ?	৩৯
৪৯	প্রচলিত নফল জিকির-অজিফা আমলে জাহেরী না আমলে বাতেনী	৩৯
৫০	শুধু তরীকার জিকির অজিফা করিতে থাকিলে অলী হওয়া যাইবে কিনা	৪০
৫১	তাওয়াজ্জুতে ইলমে তাছাওউফ হাছিল হয় না	৪১
৫২	ইলমে তাছাওউফ কিতাবস্থ ইলেম	৪২
৫৩	নিজে নিজে তাছাওউফের কিতাবগুলি পাঠ করিলে ক্বলবের ইসলাহ হইবে কিনা	৪৩
৫৪	বর্তমানে টাইটেল বা দাওরা পাশ করিলে তাছাওউফের ইলেম শিক্ষা হয় না	৪৩
৫৫	মারেফাত কি জিনিস ?	৪৩
৫৬	বিশ্বনবী (সঃ) কে প্রেরণের প্রধানতঃ উদ্দেশ্য কি কি	৪৪
৫৭	কুরআন ও হাদীসের বিষয়গুলি সত্যতার প্রমাণ	৪৯

ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য দুইটি জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহজগত ও পরজগত। নিশ্চয়ই ইহজগত দুনিয়া অস্থায়ী, আর আখেরাত বা পরজগত চিরস্থায়ী। উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন বিশেষ করে চিরস্থায়ী জগত আখেরাতে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত কঠিন আজাব ও গজব হইতে নাজাত পাইয়া চির সুখময় অমরপুরী বেহেশত উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও দীদার লাভ করিতে হইলে –

- ১নং আখেরাতের পথপ্রদর্শক হাদীর অর্থাৎ– রসূল আর রসূলের অবর্তমানে নায়েবে রসূলের অনুসরণ করিতে হইবে।
- ২নং পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) শিক্ষা করিয়া আমল করিতে হইবে।
- ৩নং বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, (আকাইদ,তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীকে (বর্তমানে নায়েবে রসূলকে) কিতাবী বিধান মতে মালী বন্দেগীর মাধ্যমে তাবলীগে ছুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে।
- ৪নং বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি পরিমাণ অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা ও সর্বদা চেষ্টা সাধনা সংগ্রাম বা জিহাদ করিতে হইবে।

অতএব, বর্ণিত কথাগুলি সম্পর্কে সমাজকে অবগত করিবার জন্য অত্র কিতাবখানা লিখা হইল এবং, কিতাবখানার নাম নায়েবে রসূল, মুজাদ্দিদে জামান, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম আলী (রহঃ) –এর দলীল ভিত্তিক প্রচারিত শিক্ষা, আখেরাতের মহামুক্তি ও জান্নাতী সিলেবাস রাখা হইল।

গ্রন্থকার

বিঃ দ্রঃ★১নং সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ করুন ফিকাহ শিক্ষা কিতাবের দশম পরিচ্ছেদ। ★ ৩নং সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ করুন বন্দেগী কিতাব। ★ ৪নং সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ করুন ফিকাহ শিক্ষা।

[নায়েবে রসূল ও মুজাদ্দিদে আ'জম, শাহ্‌সূফী আল্লামা মুহাম্মাদ হাতেম আলী (রহঃ) -এর লিখিত শরীয়াত ও অন্যান্য কিতাব হইতে জান্নাতী সিলেবাস তথা– পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের সঠিক রূপ রেখার বর্ণনা।

আখেরাতে নাজাত পাইয়া বেহেশ্‌ত ভবনে যাইতে চাইলে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) শিক্ষা, আমল এবং প্রচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা– আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের বর্ণনা।

❑ মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারার ২৫নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وبشر الذين امنوا وعملوا الصلحات ان لهم جنت -

❑ মহান আল্লাহ্ সূরা নিসার ১২২নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন

والذين امنوا وعملوا الصلحات سندخلهم جنت

❑ মহান আল্লাহ্ সূরা আ'রাফের ৪২নং আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন

والذين امنوا وعملوا الصلحت لانكلف نفسا الا وسعها - اولئك اصحب الجنة -

❑ আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা ইবরাহীমের ২৩নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন

وادخل الذين امنوا وعملوا الصلحت جنت

❑ আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা হজ্জের ১৪ ও ২৩নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন

ان الله يد خل الذين امنوا وعملوا الصلحت جنت

❑ মহান আল্লাহ্ সূরা কাহাফের ১০৭নং আয়াতে বলিয়াছেন –

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت كانت لهم جنت الفردوس نزلا-

❑ পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুতের ৫৮নং আয়াতে আছে –

والذين امنوا وعملوا الصلحت لنبوئنهم من الجنة

❑ সূরা লোকমানের ৮নং আয়াতে আছে –

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم جنت النعيم -

❑ সূরা সাজদাহর ১৯নং আয়াতে আছে –

اما الذين امنوا وعملوا الصلحت فلهم جنت الماوى -

❑ সূরা বুরূজের ১১নং আয়াতে আছে –

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم جنت -

এইভাবে আরও অসংখ্য আয়াত রহিয়াছে–

বর্ণিত আয়াতসমূহের মূলকথা ঃ– ঐ সমস্ত লোক বেহেশ্ত ভবনে যাইতে পারিবে যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং আমলে সালেহাত করিয়াছে।

বর্ণিত আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা শরীয়াতের মাছয়ালাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একভাগ ইলমে কালাম বা ঈমানের মাছয়ালা। দ্বিতীয় ভাগ আমলী মাছয়ালা। আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ আত্মাসম্বন্ধীয় মাছয়ালা যাহাকে তাছাওউফের মাছয়ালা বলা হয়। দ্বিতীয় ভাগ দেহ সম্বন্ধীয় মাছয়ালা যাহাকে ফিকাহের মাছয়ালা বলা হয়। যথা ঃ–

আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আনআমের ১২০ নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন–
وذروا ظاهر الاثم وباطنه

মূলকথাঃ– তোমরা (আমলে) জাহেরী (ফিকাহের) ও (আমলে) বাতেনী (তাছাওউফের) গুনাহ সমূহ ছাড়িয়া দাও।

মর্মকথা হইল, তোমরা আমলে জাহেরী ফিকাহ ও আমলে বাতেনী তাছাওউফ উভয় প্রকারের নেক আমল কর এবং উভয় প্রকারের গুনাহ সমূহও ছাড়িয়া দাও।

❑ **এহইয়াউল উলূমিদ্দীনের মুলহাক ৫ম খন্ডে লিখা আছে –**

اعلم ان علوم المعاملة التى يتقرب بها الى الله

تعالى تنقسم الى ظاهرة وباطنة -

যেই ইলমে দ্বীনের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য হাছিল করা যায়, উহা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ ১। ফিকাহ ২। তাছাওউফ।

❑ **হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ)** সাহেবের মাকতুবাত শরীফে লিখা আছে –

العلماء ورثة الانبياء

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখা আছে শরীয়াতের আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ ১। ফিকাহ ২। তাছাওউফ।

❑ **বঙ্গ বিখ্যাত আলেম মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) সাহেবের** জাখিরায়ে কারামত কিতাবের ২য় খন্ডের ২১ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে, **মূলকথা–** শরীয়াতের আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ ১। ফিক্বাহ ২। তাছাওউফ।

❑ **মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) সাহেবের** তাকাশশুফ কিতাবের ১১১নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

شریعت نام هى مجموعه احكام تكليفيه كا اس مين اعمال ظاهرى و باطنى سب اكى-

মূলকথা– শরীয়াতের আমলী মাছয়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ– ১। ফিক্বাহ ২। তাছাওউফ।

❑ **ইমদাদুল ফতওয়ার ৪র্থ খন্ডে লিখা আছে–**

متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کی جزو متعلق باعمال ظاهره کانام فقه هوکیا - اور دوسری جزو متعلق باعمال باطنه کانام تصوف هوکیا -

পরবর্তী ওলামায়ে কিরামগণের পরিভাষা অনুযায়ী শরীয়াতের যে অংশ জাহেরী আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাহার নাম রাখা হইয়াছে ফিক্বাহ। আর শরীয়াতের দ্বিতীয় অংশ যাহা বাতেনী আমলের সাথে সম্পর্ক যুক্ত তাহার নাম রাখা হইয়াছে তাছাওউফ।

মোট কথা, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাছাওউফ ও ফিক্বাহের মাছয়ালার উপর আমল এবং প্রচার প্রতিষ্ঠা করিতেছে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে।

সূরা ফাতিহাতেও জান্নাতী সিলেবাস–আকাইদ তাছাওউফ ও ফিক্বাহের বর্ণনা রহিয়াছে

সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী বলা হয়। কারণ কুরআন মাজীদে যে শিক্ষা আছে, তাহার মূল শিক্ষা সূরা ফাতেহাতে আছে। কুরআন মাজীদে ইলমে কালাম, ইলমে তাছাওউফ ও ইলমে ফিক্বাহ এই তিন প্রকার ইলেম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আর সূরা ফাতিহায়ও مالك يوم الدين পর্যন্ত ইলমে কালাম। তৎপরে اياك نعبد واياك نستعين এই আয়াতের মধ্যে ইলমে তাছাওউফ, তৎপরে শেষ পর্যন্ত ইলমে ফিক্বাহ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

তাফসীরের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা–আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ –এর বর্ণনা

পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ليتفقهوا فى الدين এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানে লিখা আছে –

العلم الذى هو فرض لازم ثلاثة انواع - الاول علم التوحيد .....الخ و النوع الثانى علم السر وهو ما يتعلق بالقلب ..... الخ و النوع الثالث علم الشريعة.... الخ وذالك شامل للعبادت المعاملات -

মূলঅর্থ ঃ– যে ইলেম শিক্ষা করা ফরজ, উহা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ– ১। আকাইদের বিদ্যা ২। ইলমুচ্ছের যা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট যাহাকে ইলমে তাছাওউফ বলা হয়। ৩। শরীয়াতে জাহেরা তথা ইবাদাত ও মোয়ামালাতের মাছয়ালা যাহাকে ফিক্বাহ বলা হয়।

❑ **তাফসীরে রুহুল মা'আনী, তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে বায়জাবী** শরীফের ১২৫ পৃষ্ঠায় ليس البر ان تولوا وجوهكم.... الخ অত্র আয়াতের তাফসীরে লিখা আছে–

للكمالات الانسانية باسرها دالة عليها صريحا او ضمنا فانها بكثرتها وتشعبها منحصرة فى ثلاثة اشياء صحة الاعتقاد وحسن المعا شرة - وتهذيب النفس -

মূলঅর্থ ঃ– মানুষের পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে ও অসস্পষ্ট ভাবে যত মাছয়ালা বর্ণনা করা হইয়াছে উহার সংখ্যা অনেক বেশী এবং উহার শাখা প্রশাখা আরও অনেক বেশী। কুরআন শরীফের মাছয়ালাসমূহ যতই বেশি হউক না কেন উহা তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যথাঃ আকাইদ, ফিক্বাহ ও তাছাওউফ।

কি কাজ করিলে ঈমান পরিপূর্ণ হয়

তাফসীরে রুহুল বয়ান, রুহুল মা'আনী ও তাফসীরে বায়জাবীতে– ليس البر ان تولوا ..... الخ অত্র আয়াতের তাফসীরের শেষে লিখা আছে –

قال رسول الله ﷺ من عمل بهذه الاية فقد استكمل الايمان -

মূলঅর্থ ঃ– রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ليس البران تولوا .... الخ অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা ও আমল করিবার কথা বলিয়াছেন। সুতরাং যাহারা উহা শিক্ষা ও আমল করিল তাহাদের ঈমান পরিপূর্ণ হইয়াছে।

উল্লেখিত তাফসীরের আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ এই তিন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইভাবে আরও অসংখ্য তাফসীরে এইরূপ ভাবে লিখা আছে।

হাদীস শরীফের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস আক্বাইদ তাছাওউফ ও ফিক্বাহের বর্ণনা

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস। হাদীসে জিব্রাইল। যেই হাদীসকে সমস্ত হাদীসের জননী, উম্মুছছুন্নাহ, উম্মুল আ–হাদীসও বলা হয়। যেইভাবে সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়। উক্ত **হাদীসে জিব্রাইলের ব্যাখ্যায় মুসলিম শরীফের ১ম খন্ডের পুরাতণ ছাপার ৪৭নং পৃষ্ঠায় আরবি হাশিয়াতে লিখা আছে–** হাদীসে জিব্রাইলের মূলকথা হইল–

ان الدين مركب من ثلاثة اجزاء -

মূলঅর্থ ঃ– আকাইদ, ফিক্বাহ ও ইলমে তাছাওউফ এই তিন অংশের দ্বারা "দ্বীন" গঠিত হইয়াছে।

❑ **মাজাহেরে হক কিতাবের প্রথম খন্ডের ২৪নং পৃষ্ঠায় হাদীসে জিব্রাইলের ব্যাখ্যায় লিখা আছে–**

جننا جاهى كه مدار دين كا اوراسكا كمال كافقه اور عقائد اور تصوف پر هى اس حديث مين تينون جيزين بيان هوئى-

মূলঅর্থ ঃ– জানা চাই যে, দ্বীন ইসলাম এর ভিত্তি ও পূর্ণতা তিন বিষয়ের উপরে আকাইদ (ঈমান), ফিক্বাহ ও তাছাওউফ। এই তিনভাগেই ইসলাম পূর্ণ হয়। অত্র হাদীসে এই তিনও বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ আরবি শরাহ মিরকাতের মধ্যে মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ)ও উপরোক্ত একই ধারায় লিখিয়াছেন যে, মূলকথা– ✸১নং আকাইদ বা ঈমান ✸ ২নং ইলমে তাছাওউফ বা অন্তর শুদ্ধির বিদ্যা এবং ✸ ৩ নং

শরীয়াতে জাহেরা বা ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম।

❑ **ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেছ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রহঃ) মিশকাত শরীফের ফারসী শরাহ আশয়াতুল লোমআতের ভিতরে লিখিয়াছেন –**

بدانکه بنائی دین وکمال ان برفقة وکلام و تصوف است -

অর্থাৎ ঃ– দ্বীন ইসলামের ভিত্তি ও উহার পূর্ণতা আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের উপর নির্ভর করে।

❑ **আরবি-বাংলা মিশকাত শরীফ,** বর্তমান আলেম ক্লাসের পাঠ্য আশরাফিয়া লাইব্রেরী উক্ত কিতাবে হাদীসে জিব্রাইলের ব্যাখ্যায় লিখা আছে-

"গভীর ভাবে চিন্তা করিলে সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হইবে যে, এই হাদীসটির মধ্যে তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ১। বিশ্বাস বা আকীদা। আর উহা হইল ইলমে কালাম বা ইসলামী দর্শনের আলোচ্য বিষয় ২। আল্লাহর 'ইবাদাত' যথা– নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত ইত্যাদি আর উহা হইল ইলমে ফিক্বাহের বুনিয়াদ। ৩। ইবাদাত তথা প্রত্যেক কাজে ইখলাস বা নিষ্ঠা। আর উহাই হইল ইলমে তাছাওউফের মূল। অথচ ইহা অনস্বীকার্য যে, একজন মুসলমানের পক্ষে এই তিনটিরই প্রয়োজন"।

❑ **হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) –এর জাদুত্তাকওয়া কিতাবে লিখা আছে–**

دین بولتی هین اسلام ایمان اور احسان سبکو ملاکی اور شریعت نام اسی مجموعه کاهی

মূলঅর্থ ঃ– ১। ইসলাম তথা ফিক্বাহ ২। ঈমান তথা আক্বাইদ ৩। ইহসান তথা তাছাওউফ এই তিন বিষয়ের সমষ্টির নাম দ্বীন। আর শরীয়াতও উক্ত তিন বিষয়ের সমষ্টির নাম।

❑ **হযরত মাওলানা কারামাত আলী জৈনপুরী (রহঃ) –এর জখিরায়ে কারামত কিতাবের ২য় খন্ডে হক্কুল ইয়াকীন অংশে পুরাতণ ছাপার ২৪নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

سنت وجماعت کی علما لکهتی هین که فقه اور عقائد وتصوف تینون ملکی دین هی -

অর্থাৎ ঃ– আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারও মাজহাবের আলেম সম্প্রদায়ের একই কথা যে, ফিক্বাহ, আকাইদ ও তাছাওউফ এই তিনে মিলে দ্বীন গঠিত।

পবিত্র কুরআনে তিন ধারার মাছয়ালা রহিয়াছে

তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে সূরা ইখলাস সম্পর্কে লিখা আছে– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূল (সঃ) বলিলেন– তোমরা সবাই একত্রিত হইয়া যাও। আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাইব। অতঃপর যাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তাহারা একত্রিত হইয়া গেলেন, তিনি আগমন করিলেন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি আরও বলিলেন–এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। **[মুসলিম]**

হাদীসে দেখা যায় রাসূল (সঃ) –এর কোন কথা সাহাবাদের বুঝে না আসিলে তাহারা প্রশ্ন করিতেন অথচ সূরা ইখলাস যে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এই ব্যাপারে তাহারা কোন প্রশ্ন করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় বিষয়টি তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন।

আর সূরা ইসলাস যে, কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান তাহা কুরআনের অক্ষর, আয়াত, সূরা, পারা কোন দিক থেকেই মিলেনা। শুধুমাত্র মাছয়ালার দিক থেকে মিলে, কেননা সমস্ত কুরআনে তিন ধারার তথা আকাইদ, তাছাওউফও ফিকাহের মাছয়ালা রহিয়াছে, আর সূরা ইখলাসে উক্ত তিন ধারার মধ্য থেকে ঈমানের বর্ণনা রহিয়াছে। সুতরাং মাছয়ালা বর্ণনার মৌলিক ধারা হিসেবে মিলাইলে সূরা ইখলাস মাছয়ালার দিক দিয়া কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান হয়।

ইসলামী আইনের কিতাবের মাধ্যমে জান্নাতী সিলেবাস

আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের বর্ণনা

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরাহ তওবার ১২২নং আয়াত ليتفقهوا فى الدين এর মধ্যে উল্লেখিত “দ্বীন” শব্দের সঠিক মর্মার্থ কি? সে সম্পর্কে দ্বীন ইসলামের আইনের কিতাব **মুছাল্লামুচ্ছুবূতের পূরাতণ ছাপার ৭ম পৃষ্ঠায় আরবি হাশিয়াতে লিখা আছে–**

اعلم ان الفقه فى الزمان القديم كان متناولا لعلم الحقيقة وهى علم الالهيات وعلم الطريقة و هى مباحث المهلكات والمنجيات وعلم الشريعة الظاهرة -

মূলকথা ঃ– হাকীকত তথা আকাইদ, তরীকত তথা তাছাওউফ, শরীয়াতে জাহেরা তথা ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম দ্বীন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে ফকীহ বলা হয় কেন

পূর্ববর্তীগণের পরিভাষা অনুযায়ী “ফিক্বাহ” শব্দকে শরীয়াত বা দ্বীনের সম-অর্থবোধক বলিয়া গণ্য করা হইত। এইজন্যই পূর্ববর্তী আলেমগণের অধিকাংশকে ফকীহ বলা হয়। **যথা–** ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কে ফকীহ বলা হয়। এমন কি রসূল (সঃ)ও বলিয়াছেন একজন ফকীহ শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদ অপেক্ষাও কঠোর। মোটকথা, বর্তমানে যাহারা আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছেন তাহাদেরকে যেইভাবে আলেম বলা হয়। ঠিক তদ্রূপ ভাবে পূর্ববর্তী যুগে যাহারা হাকীকত বা আকাইদ, তরীকত বা তাছাওউফ ও শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহ শিক্ষা করিতেন তাহাদেরকে ফকীহ বলা হইত।

কিতাবী আইনে কাহারা কামেল আর কাহারা গোমরাহ

মাজাহেরে হক ১ম খন্ডের পুরাতণ ছাপার ২৫নেং পৃষ্ঠায় হাদীসে জিব্রাঈলের ব্যাখ্যায় লিখা আছে–

كمال يهى هى باقى سب كمراهى -

মূলকথা ঃ– (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টিই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন) আর ইহাই কামাল বা পরিপূর্ণতা, আর বাকী সবকিছুই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।

অতএব, গোমরাহীর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আখেরাতে নাজাত পাইয়া বেহেশ্ত ভবনে প্রবেশ করিয়া আল্লাহর দীদার লাভের জন্য প্রত্যেকেরই উপরোক্ত দলীল ভিত্তিক সত্যিকার দ্বীন অর্থাৎ– আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের সমষ্টি যে একমাত্র সঠিক দ্বীন তাহা কবুল করিতে হইবে এবং অন্তত আবশ্যক পরিমাণ উক্ত দ্বীনের ইলম শিক্ষা করিয়া আমল ও প্রচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ইল্মে দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্য কি থাকিবে

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন –

انما الاعمال بالنيات ۔

অর্থাৎ– নিশ্চয়ই সমস্ত কাজের ছাওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। রসূল (সঃ) আরও বলিয়াছেন – বহু কাজ আছে যাহা দুনিয়াবী কাজ বলিয়া মনে হয়, নেক নিয়্যাতের বদৌলতে উহাও আখিরাতের কাজে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে বহু আখিরাতের কাজ বদ নিয়্যাতের কারণে দুনিয়াবী কাজে পরিগণিত হয়।

বর্ণিত হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়, ভালো উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজেরই ছাওয়াব পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ইল্মে দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া নিতে হইবে। অতএব, কি উদ্দেশ্যে ইল্মে দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) শিক্ষা করিতে হইবে এই মর্মে **জগতবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল বয়ানের ৩য় খন্ডে ৫৩৩নং পৃষ্ঠায় আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী –**

ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔

এই আয়াতের তাফসীরে লিখা আছে –

فينبغى ان يطلب المتعلم رضى الله والدار الاخرة وازالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال واحياء الدين وابقاء الاسلام فان بقاء الاسلام با العلم ۔

মূলঅর্থ ঃ– সুতরাং ইলেম অর্জনকারী শিক্ষার্থীর উচিত হইবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের বাড়ি তথা জান্নাত অর্জন করা। আর তাহার নিজের অজ্ঞতা এবং সমস্ত মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা এবং দ্বীনকে জীবিত ও ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। নিশ্চয়ই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ইলেম চর্চার মাধ্যমে।

মোটকথা– পরিপূর্ণ দ্বীন শিক্ষা করিতে হইবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সমাজে পরিপূর্ণ দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

দ্বীন জারি কায়েমের উদ্দেশ্যে ইলেম শিক্ষাকারী আলেমদের মর্তবা

হাদীসে আছে–

يحشر الناس يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول الله يا معشر العلماء انى لم اضع فيكم علمى لاعذبكم اذهبوا قدغفرت لكم -

মূলঅর্থ ঃ- কিয়ামতের ময়দানে লোকদিগকে জমা করা হইবে, অতঃপর আলেমদের পৃথক করা হইবে, তৎপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিবেন - হে আলেম সাহেবেরা, আমার যদি তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকিত, তবে তোমাদিগকে আমার দ্বীনের ইলেম (আকাইদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহের জ্ঞান) দান করিতাম না। তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম, তোমরা বেহেশ্ত ভবনে চলিয়া যাও।

দ্বীন জারি কায়েমের উদ্দেশ্যে ইলেম শিখতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু ব্যক্তির মর্তবা।

হাদীস শরীফে আছে—

قال قال رسول الله ﷺ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة فى الجنة -

মূলকথাঃ- রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন- ইসলাম (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) কে জিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে ইলেম শিক্ষা রত অবস্থায় যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার ও নবীগণের মধ্যে জান্নাতে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকিবে।

এই হাদীসে পরিষ্কার বুঝা গেল, ইসলাম (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) কে জারী কায়েমের জন্য ইলেম শিক্ষা করা আরম্ভ করিলে শিক্ষা ও আমল পুরাপুরি করিতে পারিলে জান্নাতীতো হইবেই। আর যদি শিক্ষা অবস্থায়ও মারা যায় তাহা হইলেও জান্নাতী হইবে। অতএব, আমাদের সকলকেই দ্বীন ইসলাম (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) কে সারা বিশ্বে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা উচিত।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও দ্বীন ইসলাম জারী কায়েমের উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলেম শিক্ষা করিবার বরকত

বাগদাদ শহরে দরসে নিজামিয়া মাদ্রাসা ছিল। বাদশাহ উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করিতেন। তাই তিনি ছাত্রদের লিখা—পড়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য একদা রাত্রে ছদ্মবেশে মাদ্রাসায় গিয়া ছাত্ররা কে কি উদ্দেশ্যে লিখা পড়া করিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্ররা এক এক জনে এক এক রকমের জবাব দিল। ইহাতে বাদ্শাহ খুশী হইলেন না।

পরিশেষে আসিবার সময় আর এক জন ছাত্রকে লিখা—পড়া করিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে জবাব দিল আমি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং দ্বীন জারী কায়েমের উদ্দেশ্যে লিখা—পড়া করিতেছি। ইহাতে বাদ্শাহ অত্যন্ত খুশী হইলেন।

বাদশাহ বাসায় গিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষকে জানাইলেন, আমি আগামীকালকে মাদ্‌রাসায় আসিব। মাদ্‌রাসাকে সর্বদিক দিয়া পরিপাটি করা হইল। বাদশাহ আসিয়া ভাষণের সময় বলিলেন, আমি আজকে এই মাদ্‌রাসাকে তালাবদ্ধ করিয়া দিতাম। কিন্তু একজন ছাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য লিখা–পড়া করিতেছে বিধায় তালাবদ্ধ করিলাম না।

সেই মহান ব্যক্তিত্ব হইলেন, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)। তিনি তাঁহার নিয়্যাতের বরকতের কারণেই এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন।

দ্বীন জারি কায়েমের জন্য ইলেম শিখতে থাকিলে দুনিয়ার অবস্থা কি হইবে ?

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ত্বলাকে ঘোষণা করিয়াছেন–

و من يتق الله يجعل له مخرجا –ويرزقه من حيث لا يحتسب

মর্মার্থ– যাহারা মহান আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিয়া সর্বদা তাহার বিধান মত চলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন জায়গা হইতে রিজিক দিবেন, যাহা কল্পনাও সে করেনি এবং তাহার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন।

রসূল (সঃ) বলিয়াছেন – মিশকাত শরীফের হাদীসে আছে –

من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله هم دنياه -

মূলঅর্থ ঃ– যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা বা উদ্দেশ্যকে এক চিন্তা বা এক উদ্দেশ্যে পরিণত করে, আখেরাতের (অর্থাৎ–আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্ জারি ও কায়েমের) চিন্তা করিবে তাহার দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট হইবেন।

মুসলমানদের উভয় জগতে শান্তি পাওয়ার উপায়

জখিরায় কারামত কিতাবের ৩য় খন্ডে ইল্‌মের বয়ানে ৩নং তামবীহ্‌তে লিখা আছে। **মূলকথা ঃ** ইসলাম ও মুসলমানদের সর্ব প্রকার সমস্যার সমাধানের এক বিশেষ মূলপন্থা হইল ফিকাহ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট নায়েবে রসূলের নিকট হইতে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশেষতঃ ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা এবং উহা ব্যাপক ভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাধ্যানুযায়ী সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা।

নায়েবে রসূলের প্রচারিত দলীল ভিত্তিক সত্য সঠিক পূর্ণাঙ্গ ইসলাম গ্রহণ না করিবার কারণেই বর্তমান মুসলমান সমাজ দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায়ই লাঞ্ছিত, অপমানিত, বিপদগ্রস্থ ও হাজারও সমস্যায় জর্জরিত।

একমাত্র খাঁটি বা কামেল হাদীর (নায়েবে রসূলের) নিকট হইতে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করিলে এবং উহা প্রচার কায়েমের জন্য নায়েবে রসূলকে পূর্ণ ভাবে সাহায্য সহযোগীতা ও চেষ্টা সাধনা করিলেই আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানদের ইহ ও পরকালের সমস্যা, লাঞ্ছনা ও অপমানের অবসান ঘটাইয়া উভয় জগতের শান্তি ও কামিয়াবী দান করিবেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা কাহাদের মঙ্গল চান

রসূল (সঃ) বলিয়াছেন –

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين -

অর্থ ঃ– আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহার মঙ্গল চান তাহাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

প্রকাশ থাকে যে, মাজাহারে হক, মিশকাত শরীফ ও তিরমিজী শরীফ ইত্যাদি হাদীসের কিতাবে অত্র হাদীসের দ্বীন শব্দের ব্যাখ্যায় হাশিয়াতে লিখা আছে–

فى احكام الشريعة والطريقة والحقيقة -

মূলকথা ঃ– আহকামে শরীয়াত, তরীকত ও হাক্বীকত এই তিন প্রকার মাছয়ালা বা বিধান সমূহের সমষ্টির নাম দ্বীন।

আরও প্রকাশ থাকে যে, শরীয়াত, তরীকত ও হাক্বীকতের মর্ম সম্পর্কে ইসলামী আইনের কিতাব মুছাল্লামুচ্ছুবুত কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় আরবি হাশিয়াতে লিখা আছে–

لعلم الحقيقة وهى علم الالهيات وعلم الطريقة وهى مباحث المهلكات والمنجيات وعلم الشريعة الظاهرة -

মূলঅর্থ ঃ– হাকীকত বলা হয় আক্বাইদের মাছয়ালাকে, ইলমুত তরীকত বলা হয় মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াত অর্থাৎ– ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালা সমূহকে, আর শরীয়াতে জাহেরা বলা হয় ফিক্বাহের মাছয়ালাকে।

মোটকথা– বর্ণিত হাদীসে পরিষ্কার বুঝা গেল, আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহাকে আক্বাইদ, ফিক্বাহ ও তাছাওউফ শিক্ষা ও আমলের এবং উহা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা সাধনা করিবার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা অবশ্যই তাহার মঙ্গল চান।

আল্লাহ তা'য়ালা কাহাদের ভালবাসেন

রসূল (সঃ) বলিয়াছেন–

ان الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب ولا يعطى الدين الا من احب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه -

মূলঅর্থ ঃ– নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা যাহাকে ভালবাসেন এবং যাহাকে ভালবাসেন না উভয়কেই দুনিয়া দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহাকে ভালবাসেন একমাত্র তাহাকেই দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) শিক্ষা ও আমলের তৌফিক দান করেন।

প্রকাশ থাকে যে, মুসলিম শরীফের ১ম খন্ডের ৪৭ নং পৃষ্ঠায় হাদীসে জিব্রাঈলের ব্যাখ্যায় আরবি হাশিয়াতে লিখা আছে যে, হাদীসে জিব্রাঈলের মূল কথা হইল –

ان الدين مركب من ثلثة اجزاء

অর্থাৎ– তিন অংশের দ্বারা দ্বীন গঠিত হইয়াছে।

❑ মুসলিম শরীফের ১ম খন্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় হাদীসে জিব্রাঈলের ব্যাখ্যায় লিখা আছে–

ان الایمان والاسلام والاحسان تسمی کلها دینا ۔

অর্থাৎ ঃ– নিশ্চয়ই ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের সমষ্টি হল দ্বীন।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে জিব্রাঈলের উল্লেখিত الایمان والاسلام والاحسان -এর মর্ম সম্পর্কে মাজাহেরে হক ১ম খন্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় হাদীসে জিব্রাঈলের ব্যাখ্যায় লিখা আছে –

اسلام اشارہ ھی فقه پر اور ایمان اشارہ ھی عقائد پر اور احسان اشارہ ھی اصل تصوف پر ۔

মূলকথা ঃ– হাদীসে জিব্রাঈলে উল্লেখিত اسلام দ্বারা ফিক্বাহের মাছয়ালা, ঈমান দ্বারা আক্বাইদের মাছয়ালা আর ইহসান দ্বারা ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালা বুঝানো হইয়াছে।

বর্ণিত হাদীসের আলোকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল, আল্লাহ্ তা'য়ালা যাহাদেরকে ভালবাসেন তাহাদেরকে দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) শিক্ষা ও আমলের তৌফিক দান করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ– বোখারীর শরাহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি আল হানাফী কর্তৃক লিখিত عمدة القاری কিতাবে হাদীসে জিবরাঈলের احسان **শব্দের ব্যাখ্যায় লিখা** আছে –

یزیل الصفات المهلکات ویطهره منها ویتصف المحمودات

মূলঅর্থ ঃ– আত্মা থেকে অসৎ স্বভাব দূর করা এবং উহা হইতে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং সৎ স্বভাব দ্বারা আত্মাকে সুশোভিত করাকে احسان বলা হয়।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সঠিক রূপ রেখার বর্ণনা

মাজাকুল আরেফীন, কিমিয়ায়ে সাআ'দাত, একছীরে হিদায়াত, শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম, এহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দীন ইত্যাদি অসংখ্য কিতাবে লিখা আছে – মূলকথা –

اعلم ان علوم المعاملة التی یتقرب بها الی الله تعالی تنقسم الی ظاهرة وباطنة ۔ والظاهرة قسمان ۔ معاملة بین العبد وبین الله تعالی ومعاملة بین العبد وبین الخلق ۔والباطنة ایضا قسمان ۔ ما یجب تزکیة القلب عنه من الصفات المذمومة ومایجب تحلیة القلب به من الصفات المحمودة۔ فقال الامام الغرالی رحمه الله علیه فی خطبته ولقد اسسته علی اربعة ارباع ربع العبادات وربع المعاملات وربع المهلکات و ربع المنجیات ۔

জানিয়া রাখুন! যেই ইলেমের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় উহা দুই ভাগে বিভক্ত জাহের ও বাতেন। (অর্থাৎ ফিক্বাহ ও তাছাওউফ)। অতঃপর আমলে জাহেরী (ফিক্বাহ) আবার দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ হইল আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান যাহাকে পরিভাষায় ইবাদাত বলা হয়। আরেক ভাগ হইল বান্দা ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান যাহাকে

পরিভাষায় মুয়ামালাত বলা হয়। আমলে বাতেনী (তাছাওউফ)ও দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হইল অন্তরে কতগুলি কু-রিপু আছে যাহা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা যাহাকে হাদীসের পরিভাষায় মুহ্লিকাত বলা হয়। আরেক ভাগ হইল অন্তরের কতগুলি সৎ স্বভাব যাহা অন্তরে প্রবেশ করাইতে হইবে যাহাকে হাদীসের পরিভাষায় মুন্জিয়াত বলা হয়। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন আমি এহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবে চার খন্ডে চল্লিশ প্রকার মাছ্য়ালা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। চার ভাগের একভাগ ইবাদাত, চারভাগের একভাগ মুয়ামালাত, চারভাগের একভাগ মুহ্লিকাত, চারভাগের একভাগ মুন্জিয়াত।

❑ **উক্ত কিতাবে আরও লিখা আছে –**

اما ربع العبادات فيشتمل على عشرة كتب - كتاب العلم- كتاب العقائد- كتاب الطهارة------- -----------الخ

واما العادات فيشتمل على عشرة كتب- كتاب الاكل والشرب- كتاب النكاح كتاب الكسب ---- ------------الخ

واما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب - كتاب الكبر كتاب الحسد كتاب البغض ------- -----------الخ

واما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب - كتاب التوبة - كتاب الصبر- كتاب الشكر --- -------------------الخ

অর্থাৎ– ইবাদাত মৌলিক ভাবে দশ প্রকার। যথা– ইলম, আক্বাইদ, ত্বহারাত.....
মুয়ামালাত মৌলিক ভাবে দশ প্রকার। যথা– খানাপিনা, নিকাহ্, রোজগার....
মুহ্লিকাত মৌলিক ভাবে দশ প্রকার। যথা– কিবর, হাসাদ, বোগ্জ.......
মুন্জিয়াত মৌলিক ভাবে দশ প্রকার। যথা– তাওবা, ছবর, শোকর.......

প্রকাশ থাকে যে, আত্মার কুরিপু ও সৎ স্বভাবের সংখ্যা বহু কিন্তু তাছাওউফের বিভিন্ন কিতাব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পরে মুজাদ্দিদে আ'জম (রহঃ) শরীয়াত কিতাবে যেই কয়টিকে স্বীয় যুগের সর্বশ্রেণির মুসলমানদের জন্য বিশেষ জরুরি মনে করিয়া দলীলের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কয়টিরই নাম নিম্নে দেওয়া হইল– এইগুলি যথাক্রমে বর্জন ও অর্জন সম্পর্কীয় ইলেম শিক্ষা করিয়া অর্জন ও বর্জন করিলে বাকীগুলিও ইহার সাথে সাথে বর্জন ও অর্জন হইয়া যায়।

হাদীসের মাধ্যমে ৪০ প্রকার মাছয়ালার প্রমাণ

বিখ্যাত হাদীসের কিতাব মিশকাতুল মাছাবীহ এর কিতাবুল ইলম অধ্যায়ে আছে –

سئل رسول الله ﷺ ما حد العلم الذى اذا بلغه الرجل كان فقيها فقال رسول الله ﷺ من حفظ على امتى اربعين حديثا فى امردينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شا فعا وشهيدا-

মুলকথাঃ– একদা রসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হইল ঃ- হে আল্লাহর রসূল! কতটুকু ইলেম শিক্ষা করিলে এক ব্যক্তি আলেম হইবেন। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলিলেন যেই ব্যক্তি আমার উম্মাতের জন্য (তাহাদের উপকারার্থে) দ্বীনের ব্যাপারে (মৌলিকভাবে ইবাদাত-১০, মুয়ামালাত-১০, মুহ্লিকাত-১০, মুন্জিয়াত-১০ এই) চল্লিশটি বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে আলেম হিসেবে উঠাইবেন এবং আমি (আল্লাহর) রসূল (সঃ) তাহার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী ও সাক্ষী হইব। **[মিশকাত শরীফ]**

বর্ণিত হাদীসের আলোকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল মৌলিক ভাবে চল্লিশ প্রকার মাছয়ালা শিক্ষা ও আমল করিলে ময়দানে হাশরে আলেম হিসেবে উঠা যাইবে এবং আল্লাহর রসূলের সুপারিশও পাওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ– মিশকাতের প্রসিদ্ধ আরবি শরাহ মিরকাতে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) اربعين حديثا এর মর্মে লিখিয়াছেন–

اربعين حديثا معناه اربعين مسألة فى امر دينها

অর্থাৎ– اربعين حديثا **এর মর্ম হল দ্বীন সংক্রান্ত ৪০ প্রকার মাছয়ালা।**

কাহারা ১০০ শহীদের ছাওয়াব পাইবে

হাদীস শরীফে আছে–

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) من تمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجرمائة شهيد - (رواه البيهقى)

মূলঅর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন আমার উম্মাতের পদস্খলনের সময় যেই ব্যক্তি আমার সুন্নাত (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ-যাহা ইবাদাত, মুয়া'মালাত, মুহলিকাত ও মুনজিয়াত এই চার ভাগে বিভক্ত হইয়া পুনঃ প্রত্যেকটি মৌলিকভাবে দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া চল্লিশ উসূলে পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্য থেকে যেই ভাগ যখন থাকিবে না, সেই ভাগকে) আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে, তাহার জন্য একশত শহীদের ছাওয়াব রহিয়াছে। **[বায়হাকী ও মিশকাত শরীফ]**

কিতাব অনুযায়ী জান্নাতি সিলেবাসের সঠিক রূপ রেখা

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম

ফিক্বাহ্ (দেহ সম্পর্কীয় বিদ্যা) (শরীয়াতে জাহেরা)	আক্বাইদ (ঈমান)	ইল্‌মে ক্বলব (ইল্‌মে তাছাওউফ) (অন্তর শুদ্ধির বিদ্যা)

ইবাদত	মোয়া'মালাত	মুহ্‌লিকাত	মুন্‌জিয়াত
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক-যুক্ত বিষয়ের ইল্‌ম	মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকাতের (বিশ্ব জগতের) সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মানুষ্ঠান ব্যবহার, হক আদায় ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় ইল্‌ম	মানবতা বিধ্বংশী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তর জাত কু-রিপু সম্পর্কীয় ইল্‌ম	পরিত্রাণকারী মহৎ গুণাবলী সম্পর্কীয় ইল্‌ম
আল্লাহর হক	সৃষ্টির হক	অসৎ স্বভাব বর্জন	সৎ স্বভাব অর্জন
১। ইল্‌ম (বিদ্যা শিক্ষা ও প্রচার গং)	১। খানাপিনা	১। কিব্‌র (অহংকার)	১। তাওবাহ্ (জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ্ হইতে ফিরে থাকা)
২। আক্বাইদ (ঈমান)	২। নিকাহ	২। হাছাদ (হিংসা)	২। ছবর (ধৈর্য)
৩। ত্বহারাত (পবিত্রতা)	৩। রোজগার	৩। বোগ্‌জ (অন্তরে অন্তরে শত্রুতা)	৩। শোকর (কৃতজ্ঞতা)
৪। নামাজ	৪। হালাল-হারাম	৪। গজব (রাগ-গোস্বা)	৪। তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা)
৫। যাকাত	৫। তুস্তি-ছোহবাত	৫। গীবত (অসাক্ষাতে দোষ বর্ণনা)	৫। ইখলাছ (একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লাভের নিয়তে ইবাদত করা)
৬। রোজা	৬। নির্জন বাস	৬। হেরছ (লোভ লালসা)	৬। খাওফ (আল্লাহকে ভয় করা)
৭। হজ্জ	৭। ছফর	৭। কেজব (মিথ্যা কথা বলা)	৭। রজা (বেহেস্তের আশা)
৮। তেলাওয়াতে কোরআন	৮। পিতা-মাতা সন্তান গং হক	৮। বোখল (শরীয়তের বিধান মতে মাল খরচ করতে দেলে না চাওয়া)	৮। মহব্বত (আল্লাহ, রাসুল (সাঃ) ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের জন্য জানে-মালে জিহাদকে সবচেয়ে বেশী মহব্বত করা)
৯। জিকির ও দো'আ	৯। আত্মীয় স্বজন ইয়াতিম, মিছকিন রাজা-প্রজা গং হক	৯। রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী)	৯। মোরাকাবা (অন্তরে আল্লাহকে স্বরণ করা)
১০। তারতীবুল আওরাদ দৈনন্দিন কর্তব্য কাজের ধারাবাহিক সময় নিরুপন।	১০। পীর (মোর্শেদ) ও মুরীদের হক	১০। গুরুর বা মোগালাতা (অন্তরের ভূল ধারনা)	১০। মোহাছাবা (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের হিসাব গ্রহণ)

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অতীত যুগের নায়েবে রাসূল গণের কিতাব অনুযায়ী একমাত্র উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গদ্বীন (আকাইদ, ফিকাহ ও ইল্‌মে তাছাওউফ) শিক্ষা ও আমল এবং প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বিনিময়েই পরকালে মুক্তি।

কাহাদের ভাগ্যে হাওজে কাওছারের পানি মিলিবে না

বুখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীসে আছে –

انى فرطكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظماء ابدا ليردن اقوام اعرفهم ويعرفوننى ثم يحال بينى وبينهم فاقول انهم منى فيقال انك لاتدرى ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدى-

মূলঅর্থ ঃ– হযরত (সঃ) বলিয়াছেন– নিশ্চয়ই আমি কিয়ামতের দিবসে তোমাদেরকে পানি পান করাইবার জন্য হাওজে কাওছারের কাছে থাকিব। যেই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং একবার উক্ত পানি পান করিবে, তাহার পিপাসা চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। অবশ্য অবশ্যই কতক লোক সেখানে হাজির হইয়া যাইবে আমি তাহাদিগকে চিনিব যে, তাহারা আমার উম্মাত এবং তাহারাও আমাকে চিনিবে যে, আমি তাহাদের নবী। অতঃপর তাহাদের এবং আমার মধ্য দিয়া একটি দেয়াল খাড়া হইয়া যাইবে, তখন আমি বলিব, নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক আমার উম্মাত। ইহার উত্তরে বলা হইবে, নিশ্চয় তুমি জান না যে, তাহারা তোমার পরে কি পয়দা করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া আমি বলিব, তোমরা যাহারা আমার পরে (দ্বীনকে) পরিবর্তন করিয়াছ তাহারা দূর হইয়া যাও।

উক্ত হাদীসে পরিষ্কার বুঝা যায়, হযরত (সঃ) দুনিয়াতে ইসলাম ধর্ম বা পূর্ণ শরীয়াত আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা ইবাদাত মুয়া'মালাত, মুহলিকাত ও মুনজিয়াত এই চার ভাগে বিভক্ত হইয়া পুনঃ প্রত্যেকটি মৌলিকভাবে দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া ৪০ উসূলে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা উক্ত মাছয়ালাসমূহ পরিবর্তন করিতেছে বা আংশিক ধর্ম শিক্ষা দিয়া আংশিকে মুক্তির পথ ঘোষণা দিতেছে, এই মাছয়ালা পরিবর্তনকারী নামধারী আলেমদের অবস্থা **এবং তাহাদের অনুসারীদের অবস্থা হাশরের মাঠে ভয়াবহ হইবে**। তাহাদের নছীবে হাওজে কাওছারের পানিটুকু পর্যন্ত মিলিবে না বরং হযরত (সঃ) তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন।

ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ। তাহার প্রমাণ

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস শরীফ, মাজহাবের কিতাব ও অতীত** যুগের নায়েবে রসূলগণের অসংখ্য কিতাবে পরিষ্কার ভাবে লিখা আছে– **(মূলকথা)** ময়দানে হাশরে আল্লাহর দরবারে তাছাওউফ ব্যতীত **অর্থাৎ–** সুস্থ হৃদয়সহ আগমনকারী ব্যতীত কেহই মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে না।

❑ কুরআন–হাদীস মতে, তাছাওউফ (অন্তরশুদ্ধি) অর্জন না করিলে নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত, তাসবীহ, জিকির, তাবলীগ, জিহাদ, দান-খয়রাত, মানবসেবা এবং রাষ্ট্র ও সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগী ও সর্ব প্রকারের সৎ কার্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বেকার ও নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

❑ **এমন কি তাছাওউফ অর্জন না করিয়া বরং তৎপরিবর্তে রিয়া,** হাসাদ-হিংসা ইত্যাদি কু-রিপুসমূহ অন্তরে পোষণ করা অবস্থায় এবং ইখলাস বর্জন করতঃ ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হইয়া গেলেও পরকালে মুক্তি নাই; বরং ভীষণ দোযখে অকল্পনীয় কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে এই মর্মে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

❑ **অথচ বর্তমান জামানায় কতক নামধারী ইংরেজি উচ্চ শিক্ষিত** মুসলমান আছেন ইলমে তাছাওউফ বা ক্বলবের ইসলাহ সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবরই রাখেন না।

❑ **আর কতক বিত্তশালী লোক আছেন তাহারাতো দিবারাত্র** মালের গৌরবে মত্ত থাকেন। আর কতক নামধারী আলেম আছেন যাহারা মনে করেন জাহেরী ইলমই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। তাহাদের ধারনায় ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা মুস্তাহাব। ইলমে তাছাওউফ যে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা ফরজে আইন, তাহা তাহারা ধারনায়ও আনিতে সক্ষম হইতেছে না। এমন কি কতক আলেম আছেন তাহারা ইলমে তাছাওউফ বা ত্বরীক্বতের কথা শুনিলেও গাত্রদাহে ছটফট করেন।

বর্ণিত ধারণা সমূহ সম্পূর্ণ গলত ও চরম পর্যায়ের মূর্খতা। কারণ উপরোল্লিখিত ধারণা ও মন্তব্য সমূহ কুরআন, হাদীস, মাজহাবের কিতাব ও ইসলামী আইন কিতাবের খেলাফ।

অতএব, ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা করা যে, সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন উহার বর্ণনা নিম্নে লিখা হইল–

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন, **অর্থাৎ–**অসৎ স্বভাবগুলি দূর করিতে এবং সৎ স্বভাবগুলি পয়দা করিতে যেই পরিমাণ ইল্‌মের দরকার হয়, সেই পরিমাণ ফর্‌জে আইন। অনেক বেশী শিক্ষা করা (অর্থাৎ বিদ্যার সাগর হওয়া) মুস্তাহাব।

❑ **দুররুল মোখতার কিতাবে আছে–**

اعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه وفرض كفاية وهو ما زاد عليه لنفع غيره ومندوبا وهو التبحر فى الفقه وعلم القلب -

অর্থাৎ– আবশ্যক পরিমাণ ফিক্বাহ্ ও ইল্‌মে ক্বল্‌ব শিক্ষা করা ফরজে আইন। অপরকে শিক্ষা দিবার মানসে স্বীয় আবশ্যকের অতিরিক্ত শিক্ষা করা ফরজে কিফায়া এবং বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিবার মানসে শিক্ষা করা মুস্তাহাব।

❑ **জামেউল উসূল কিতাবে আছে –**

اعلم ان العلم الباطن الذى هو من اعظم المنجيات والسلوك والريا ضات والمجاهدات فرض عين ....

ইল্‌মে বাতেন যাহাতে মুক্তির প্রধানপথ, আল্লাহ্ তায়ালার সন্ধান, রিপু বিনাশ ও সংযম শিক্ষা রহিয়াছে উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

এতদভিন্ন আরও বহুসংখ্যক কিতাবে ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজিয়াত সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে যেমন– এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন, হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী, কছ্দোছ ছাবীল, তা'লিমুদ্দীন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

❑ **প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আওলিয়াকুলের শিরোমনি মাওলানা পানিপথী (রহঃ) সাহেব তদ্বীয় তাফসীরে মাজহারীতে সূরা তাওবার–**

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين

এই ১২২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে –

واماالعلم اللدنى الذى يسمون اهلها بالصوفية الكرام فهو فرض عين -

যেই সমস্ত লোক ইল্‌মে লাদুন্নী বা ইল্‌মে তাছাওউফ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্মানিত সূফী পদবাচ্য হইয়া থাকেন। উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

❑ **গায়াতোল আওতার কিতাবে লিখা আছে–**

اصل مين علم اخلاق فرض هى -

মূলঅর্থ ঃ– প্রকৃত পক্ষে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ।

❑ **হাকীমূল উম্মাত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহঃ) এর তাকাশশুফ কিতাবের নতুন ছাপার ২৫৬ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে–**

هر مسلمان ير بعد تصحيح عقائد واصلاح اعمال ظاهرى فرض هى كه اينى اعمال باطنى كى اصلاح كرى قران مجيد مين بى شمار ايات اورحديث مين بى انتهاء روايات اسكى فرضيت ير صراحة دال هين كواكثر اهل ظاهر بسبب يابندى هوأ وهوس دلالة سى غافل هين-

মূলকথা ঃ– প্রত্যেক মুসলমানের উপর আকাইদ বিশুদ্ধ করিবার পর আমেলে জাহেরী দুরস্ত করা এবং আমলে বাতেনী দুরস্ত করা ফরজ। কুরআন মাজীদের ভিতরে অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস শরীফে অগণিত রেওয়াত দ্বারা কলবের ইসলাহ ফরজ বলিয়া ছাবেত আছে। অধিকাংশ আহলে জাহের খাহেশে নাফছানীর তাবে থাকায় উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়াত হইতে বেখবর রহিয়াছে।

❑ **পবিত্র নগরী মদীনা মোনাওয়ারার ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং** কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত পবিত্র কুরআনুল কারীমের ৫৯৬ ও ৫৯৭ পৃষ্ঠায় এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত **তাফসীরে মাআ'রেফুল কুরআনের ৪র্থ খন্ডে ৬০১ পৃষ্ঠায় সূরা তাওবার ১২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বাঙ্গলা ভাষায় বড় অক্ষরে লিখা আছে–**

"ইল্‌মে তাছাওউফও ফরজে আইনের অন্তর্ভূক্ত"

ইল্‌মে তাছাওউফ সর্ব অবস্থায় দায়েমী ফরজ

তাফসীরে রুহুল বয়ানে "লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় "তলাবুল ইল্‌মে ফারিদাতুন আ'লা কুল্লি মুসলিমিও ওয়া মুসলিমাতিন" এই হাদীসের মর্মে লিখা আছে –

المعاملة القلبية اذ فريضة علمها متحققة فى كل زمان ومكان فى و كل شخص -

অর্থাৎ– ইল্‌মে ক্বল্‌ব (ইল্‌মে তাছাওউফ) শিক্ষা করা প্রত্যেক জামানায়, প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজে আইন বলিয়া হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

ইল্‌মে তাছাওউফের বিভিন্ন নামসমূহ

❒ **ইল্‌মে তাছাওউফকে ইল্‌মে ক্বলবও বলা হয়।** যথা– আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সূরায় শো'য়ারার ৮৮,৮৯নং আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন–

يوم لاينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم -

মূলঅর্থঃ– যাহারা কলবের (অন্তরের) ইসলাহ না করিয়া আল্লাহর সামনে হাজির হইবে, তাহারা মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে না।

❒ **ইল্‌মে তাছাওউফকে ইলমে আখলাকও বলা হয়।** যথা– গায়াতোল আওতার কিতাবে লিখা আছে–

اصل مین علم اخلاق فرض هی

অর্থাৎ – প্রকৃতপক্ষে ইল্‌মে আখলাক বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ।

❒ **ইলমে তাছাওউফকে ইলমুচ্ছেরও বলা হয়।** যথা– তাফসীরে রুহুল বয়ানে লিখা আছে–

علم السر و هوما يتعلق بالقلب -

ইলমুচ্ছের (ইলমে তাছাওউফ) যাহা ক্বলবের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

❒ **ইলমে তাছাওউফকে ইলমে বাতেনও বলা হয়।** যথা–

জামেউল উসূল নামক কিতাবে আছে –

اعلم ان العلم الباطن الذى هو من اعظم المنجيات ..... فهو فرض عين -

অর্থাৎ – জানিয়া রাখুন, নিশ্চয় ইল্‌মে বাতেন (ইল্‌মে তাছাওউফ) মুক্তির প্রধান পথ, উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

❒ **ইল্‌মে তাছাওউফকে ইল্‌মে লাদুনীও বলা হয়।** যথা–

তাফসীরে মাজহারীতে লিখা আছে–

اما العلم اللدنى الذى يسمون اهلها بالصوفية الكرام فهو فرض عين -

অর্থাৎ – যেই ইলমে লাদুনীর (ইল্‌মে তাছাওউফ) অধিকারীবৃন্দকে সম্মানিত সূফী নামে অভিহিত করা হয়, উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

❑ **ইলমে তাছাওউফকে ইলমুল ইহ্‌সানও বলা হয়।** যথা– হাদীসে জিবরাঈলের ব্যাখ্যা মাজাহারে হক কিতাবের ১ম খন্ডের ২৪নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে–

احسان اشاره هى اصل تصوف بر-

অর্থাৎ – হাদীসে জিবরাঈলে ইহ্‌সান শব্দ দ্বারা তাছাওউফ বুঝানো হইয়াছে।

❒ **ইলমে তাছাওউফকে তাহযীবুন নাফসও (তাজকিয়ায়ে নফস)** বলা হয়। **যথা–তাফসীরে বায়জাবীর ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে–**

منحصرة فی ثلاثة اشياء صحة الاعتقاد و حسن المعاشرة و تهذيب النفس -

অর্থাৎ– আকাইদ, ফিকাহ ও তাহাজীবুন নফস বা তাছাওউফ এই তিন বিষয়ের মধ্যে কুরআনের মাছয়ালা সমূহ সীমাবদ্ধ।

কিতাবী ধারায় ইলমে ক্বলব বা ইল্মে তাছাওউফের সঠিক পরিচয়

ইলমে তাছাওউফ কি জিনিস? তা সম্পর্কে বর্তমান সমাজের প্রায় সকল মুসলমান, পীর ও আলেম সম্প্রদায় ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত আছে। কারণ, তাদের ধারণা প্রচলিত নফল জিকির, মুরাকাবা, দোয়া, দুরূদ ইত্যাদিই ইলমে তাছাওউফ বা ইলমে তরীকত।

আবার কতকের ধারণা শরীয়তের জাহেরা যেমন-অজু, নামাজ ইত্যাদি মাছয়ালা শিক্ষা করা ফিকাহ্ আর উক্ত মাছয়ালার উপর আমল করিবার নাম ইলমে বাতেন বা ইলমে তাছাওউফ।

কতকের ধারণা নফল জিকির মুরাকাবার অবস্থায় অথবা জাগ্রত অবস্থায় আওলিয়ায়ে কিরামগণের অথবা নবীগণের রূহ্ সমূহের সহিত সাক্ষাত করাই ইলমে ত্বরীকত বা ইলমে তাছাওউফ।

আবার কতকের ধারণা অজু, নামাজ, রোজা ইত্যাদির মাছয়ালা বা বিধানসমূহ জানিবার নাম ইলমে শরীয়াত, আর উক্ত মাছয়ালা বা বিধান সমূহের ভেদ-হাকীকত জানাই হইল ইলমে তরীকত বা ইলমে তাছাওউফ।

বর্ণিত ধারণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে গলত ও চরম পর্যায়ের মূর্খতা। কারণ, উপরোল্লিখিত ধারণা বা মন্তব্যসমূহ মাজহাবের কিতাব ও ইসলামী আইন কিতাবের খেলাফ। অতএব, ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফের সঠিক পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হইল –

❑ **মুছাল্লামুচ্ছবুত কিতাবের পুরাতণ ছাপার ৭ম পৃষ্ঠায় আরবি হাশিয়াতে লিখা আছে–**

وعلم الطريقة وهی مباحث المهلكات والمنجيات

অর্থাৎ – অন্তরজাত ধ্বংস সাধনকারী কু-রিপু এবং পরিত্রাণকারী সৎ স্বভাব সম্বন্ধীয় বর্ণনাই ইলমে তরীকত বা ইলমে তাছাওউফ।

❑ **জগত বিখ্যাত মহামান্য শামী কিতাবের ১ম খন্ডের পুরাতণ ছাপার ৪০নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে:–**

(علم القلب) هو علم يعرف به انواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانواع الرزائل وكيفية اجتنا بها -

অর্থাৎ – যেই বিদ্যার সাহায্যে অন্তরের সৎ গুণাবলীর প্রকারভেদ এবং উহা অর্জনের পন্থা এবং অন্তরজাত কু-রিপু সমূহের শ্রেণিভেদ এবং উহা হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় অবগত হওয়া যায় তাহাকে ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ বলে।

মোট কথা— অন্তরের আখলাক বা স্বভাবগুলির তারীফ (সংজ্ঞা) আসবাব (উৎপত্তির কারণসমূহ) আলামত (চিহ্ন) এলাজ (চিকিৎসা) এর মাছয়ালা সমূহ শিক্ষা করিয়া অন্তর থেকে মানবতা বিধ্বংসী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তরজাত কু-রিপু সমূহ দূরীভূত করিয়া পরিত্রাণকারী মহৎ গুণাবলীর দ্বারা অন্তরকে সু-সজ্জিত করাই হইল প্রকৃত তাছাওউফ।

কিতাবী ধারায় ইল্‌মে তাছাওউফ হাছিলের পদ্ধতি

বর্তমানে লাখ লাখ লোক এইরূপ আছে তাহারা প্রচলিত নফল তরীকা শিক্ষা করাকে ইল্‌মে তাছাওউফ ধারণা করে। তাহারা মনে করে চিশ্‌তিয়া, কাদরিয়া, নকশা বন্দিয়া ও মুজাদ্দিয়া ইত্যাদির কোন একটি তরীকা সমাপ্ত করিতে পারিলেই তাছাওউফের ইলেম হাছিল হইয়া যায়।

আর কতকের ধারণা তাছাওউফের ইলম শিক্ষা করা লাগে না ইহা কামেল পীরের নেক নজর বা চক্ষু বন্ধ তাওয়াজ্জোহ্‌তে হাছিল হইয়া যায়।

আর কতকের ধারণা তাছাওউফের ইলম কিতাবস্থ ইলম নহে, ইহা গোপন জিনিস। ইহা প্রকাশ করা যায় না। ইহা অতি গোপনে ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসে।

বর্ণিত ধারণাসমূহ সম্পূর্ণ গলত ও চরম পর্যায়ের মূর্খতা। কারণ উপরোল্লিখিত ধারণা বা মন্তব্যসমূহ মাজহাবের কিতাবের সম্পূর্ণ খেলাফ।

অতএব, অন্তরের রাজায়েল বা কু-রিপুসমূহ দূর করিবার সঠিক উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হইল—

❑**শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে—**

ازالتها فرض عين ولايمكن الابمعرفة حدودها واسبابها وعلاماتها وعلاجها

❑**এহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবের ১ম খন্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে—**

ازالتها فرض عين ولايمكن ازالتها الابمعرفة حدودها ومعرفة اسبا بها ومعرفة علاما تها ومعرفة علاجها -

অর্থাৎ- অন্তরজাত কু-রিপু সমূহ দূর করা ফরজে আইন, কিন্তু উহা দূর করা সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রিপুর তারীফ (সংজ্ঞা) আছবাব (উৎপত্তির কারণসমূহ), আলামত (চিহ্ন) ও এলাজ (চিকিৎসা) এর মাছয়ালা সমূহ অবগত না হইবে।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায় অন্তরের প্রত্যেকটি কু-রিপু দূর করিতে চার ধারার মাছয়ালা শিক্ষা করা জরুরি। সুতরাং উক্ত চার ধারার মাছয়ালা শিক্ষা না করিয়া নফল জিকির ও অজিফার এক তরীক্বা কেন চার তরীক্বা শেষ করিলেও অন্তরের কু-রিপু দূর করা সম্ভব হইবে না। অথচ বর্তমান জামানার মশহুর

পীরদের দরবারে বর্ণিত চার ধারার মাছ্য়ালা শিক্ষা করিবার নাম নিশানাও নেই। আছে শুধু নফল জিকির ও অজিফা আর অমূলক কারামাত কাহিনী।

প্রকাশ থাকে যে, চার তরীক্বার প্রবর্তকগণ অন্তরের রাজায়েল বা কু-রিপু সমূহ দূর করিবার জন্য তারীফ, ছবব, আলামত ও এলাজের মাছয়ালা সমূহ শিক্ষা দিতেন এবং উহার সাথে নফল জিকির ও অজিফার ছবকও দিতেন। অথচ বর্তমানে উক্ত চার ধারার মাছ্য়ালা শিক্ষা না দিয়া শুধুমাত্র নফল জিকির-আজকার ও অজিফার ছবক দিতেছে। ইহা কিতাবের খিলাফ।

অন্তরের আখলাক বা স্বভাবগুলির তারীফ, ছবব, আলামত ও এলাজ শিক্ষা করা অপরিহার্য জরুরি সম্পর্কে পরলোক দর্শী ওলামায়ে কিরামগণের ফতওয়া

কুরআন, হাদীস, চার মাজহাবের ইমাম মোজতাহেদীনগণের প্রচারিত শিক্ষা ও অতীত যুগের পরলোকদর্শী ওলামায়ে কিরামগণের ফতোয়া ইত্যাদি সর্ব পর্যায়ের দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ও মর্মানুযায়ী আজ হইতে প্রায় ১ হাজার বছর পূর্বের লিখিত জগতবিখ্যাত কিতাব এহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবের প্রথম খন্ডের পুরাতন ছাপা ২১ পৃষ্ঠায় লিখা আছে—

فالعلم بحدود هذه الامور وحقائقها واسبابها وعلامتها وثمراتها وعلاجها هو علم الاخرة وهو فرض عين - فى فتوى علماء الاخرة - فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك فى الاخرة -

অর্থাৎ—অন্তরের আখলাক বা স্বভাবগুলির পরিচয়, তত্ত, আসবাবসমূহ, ফলাফল সমূহ এবং এলাজ বা চিকিৎসার ইলেম, ইহা পর জগতের ইল্‌ম এবং উক্ত ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন। ইহার উপর (আজ হইতে প্রায় ১ হাজার বছর পূর্বে) পরলোক দর্শী ধর্মীয় আলেমগণের ফতোয়া হইয়া গিয়াছে।

অতএব, যাহারা উক্ত ইলেম শিক্ষা না করিয়া বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে, তাহারা রাজাধিরাজ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের গজবে পরজগতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

সাহাবাগণ সর্বদা আত্মার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতেন

আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে এক কাফের বীরকে বাহুবলে পরাজিত করতঃ তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তৎক্ষণাত কাফের ব্যক্তি তাহার পবিত্র মুখমন্ডলে থুথু নিক্ষেপ করিল। কাফের ব্যক্তির থুথু তাহার মুখমন্ডলে পতিত হওয়া মাত্র হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। এই কাফের ব্যক্তি আশ্চর্য হইয়া হযরত আলীকে বলিল, আমার ন্যায় একজন শত্রুকে স্বীয় কবলে পাইয়া হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ পাকের সন্তোষলাভের জন্যই আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমাকে পরাজিত করিয়াছি এবং হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু তুমি যখন আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিলে,

তখন তোমার প্রতি আমার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং আমি আশংকা করিতেছি এখন তোমাকে হত্যা করিলে ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হইয়া আমার ক্রোধ রিপুর তাড়না চরিতার্থের জন্যই হইবে। তাই আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমাদেরকেও সাহাবাদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া উচিত।

মুসলিম জাতির এই চরিত্র ও আদর্শ দেখিয়া উক্ত কাফের সঙ্গে সঙ্গে কালেমা পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেল।

অতীত যুগের মুসলমান আর বর্তমান মুসলমানদের আখলাক

বড় পীর আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ) -এর বাবা আবু সালেহ মূসা একদিন পানিতে ভাসিয়া যাওয়া একটি আপেল ফল খাইলেন। কিছুক্ষণ পর চিন্তা করিলেন ফলটি খাওয়া আদৌ ঠিক হয়নি। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যেইভাবে হোক ফলের মালিককে ফলের মূল্য দিয়া দিতে হইবে অথবা মাফ আনিতে হইবে। তাই তিনি ফলের মালিকের সন্ধানে নদীর পাড় দিয়া হাটা শুরু করিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখিলেন, তিনি যেই ফল খাইয়াছেন সেই ফলেরই একটি সুন্দর গাছ নদীর পাড়ে ফলসহ নদীর দিকে ঝুকিয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন যে, এই গাছের ফলই পানিতে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে এবং আমি উহা খাইয়াছি।

তিনি গাছের মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিলেন আমি আপনার গাছের ভাসিয়া যাওয়া একটি ফল খাইয়াছি। ইহা আমার ভুল হইয়াছে। এখন আপনি দয়া করিয়া আমার যাহা বিচার হয় করুন অথবা ফলের মূল্য নিন অথবা অন্তর দিয়া ক্ষমা করিয়া দিন! লোকটি (গাছের মালিক) আবু সালেহ মূসা এর কথাবার্তা, নম্রতা-ভদ্রতা, আচার-আচরণ, সততা দেখিয়া বুঝিলেন, ছেলেটি খুব ভালো বংশের হইবে। একে হাত ছাড়া করা যাইবে না। তিনি (গাছের মালিক) বলিলেন গাছের ফলগুলি দেখিতে কি সুন্দর, ফলগুলি সহজে আমিও ১টি পারিনা, নষ্ট হইতে দেইনা। আমি ফলগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক কষ্ট করি। আর তুমি উহা হইতে ১টি ফল খাইয়া ফেলিয়াছ, না যেন আমার কলিজায় আঘাত দিয়াছ। কাজেই তোমাকে ক্ষমা করা যাইবে না। আবু সালেহ মূসা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু তাহার একই কথা।

এক পর্যায়ে গাছের মালিক বলিলেন, একটি ফলের জন্য তুমি এত অনুনয় বিনয় করিতেছ কেন? সে বলিল, আখেরাতের নাজাতের জন্য। ইহা শুনিয়া সে বলিল, তুমি যেইরূপ আখেরাতের সমস্যায় আছ আমিও সেইরূপ দুনিয়ায় একটি মহাসমস্যায় আছি, তুমি আমার এই সমস্যা সমাধান করিতে পারিলে আমিও তোমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার সমস্যা দূর করিতে পারি। আবু সালেহ মুসা বলিলেন, আপনার সমস্যার কথা বলুন আমি সমাধান করিবার চেষ্টা করিব।

গাছের মালিক বলিল, আমার একটি মেয়ে আছে চোখে দেখে না, কানে শুনে না, কথা বলিতে পারে না অর্থাৎ– অন্ধ, বধির, বোবা, খোড়া তুমি যদি একে বিবাহ কর তবে আমি তোমাকে মাফ করিব।

এই কথা শুনিয়া আবু সালেহ মূসা আখেরাতে নাজাতের আশায় ঐ মেয়েকে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন। বিবাহ কাজ সম্পন্ন হইল। মেয়ে যখন হাঁটিয়া বাসর

ঘরে আসিলেন তখন আবু সালেহ মূসা দেখিলেন মেয়ে হাটিতে পারে, চোখে দেখে, কানেও শুনে, কথাও বলিতে পারে। চিন্তা করিলেন আমি ফলের অপরাধ মাফ করাইতে আসিয়া, এই কোন মহা বিপদে পড়িলাম। আবু সালেহ মূসা "লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়িতে পড়িতে রুম হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আর মেয়ে রুমে কাঁদিতে রইল। মা কান্নার শব্দ শুনিয়া রুমে গিয়া দেখিলেন রুমে জামাই আর নেই।

এই অবস্থা দেখিয়া মেয়ের মা মেয়ের বাবাকে বলিল, মেয়ে নিয়া আমাদের কি কোন সমস্যা ছিল? যে একেবারে পথের ছেলে ধরিয়া আনিয়া মেয়ে বিবাহ দিলেন। দুনিয়ায় বুঝি আর ভালো ছেলে পাওয়া যাইতনা। যাহাহোক ফজরের আজান হইল মেয়ের বাবা মসজিদে গেলেন, ছেলেও মসজিদে আসিল। বাবা নামাজ শেষে ঐ ছেলেকে জিজ্ঞেস করিলেন কি হইয়াছে বাবা? তুমি এমন করিলে কেন? ছেলে বলিল, আপনি বলিয়াছেন, আপনার মেয়ে হাঁটিতে পারে না, চোখে দেখে না, কানে শুনে না, আর কথাও বলিতে পারে না। আর বাসর ঘরে দেখিলাম, আপনার মেয়ে হাটিতেও পারে, কানেও শুনে, কথাও বলিতে পারে, চোখেও দেখে। আমি ফলের গুনাহ মাফ করাইতে আসিয়া আবার কোন বিপদে পড়িলাম?

মেয়ের বাবা বলিলেন, আমারই ভুল হইয়াছে। বিষয়গুলি আমার খুলিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। আমার মেয়ে হাঁটিতে পারে না ইহার অর্থ হইল মেয়ে ঘরের বাহিরে বের হয় না। চোখে দেখেনা ইহার অর্থ হইল চোখ দিয়া গায়রে মুহাররম দেখে না, কানে শুনে না ইহার অর্থ হইল কান দিয়া গায়রে মুহাররমের কথা শুনে না। কথা বলিতে পারে না ইহার অর্থ হইল গায়রে মুহাররমের সাথে কথা বলে না। কিন্তু সে হাফেজা। আল্লাহু আকবর!

ইহার পর থেকে তাহাদের জীবন অনেক সুখেই কাটিতে লাগিল এবং তাহাদের ঔরসেই জন্ম নিলেন হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল, অতীত যুগের মুসলমান আর বর্তমান যুগের মুসলমানের আখলাকের মধ্যে অনেক তফাত। ইহাতে আরও বুঝা যায়, যেই শিক্ষা ও আমলের বদৌলতে অতীতে মুসলমানদের আখলাক এত উত্তম ছিল, সেই শিক্ষা আজ আর বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে নেই। যাহার কারণে, অতীত যুগের মুসলমানদের আখলাক আর বর্তমান মুসলেমানদের আখলাক মিলিতেছেনা। **[প্রকাশকবৃন্দ]**

তাছাওউফ শিক্ষা ও আমলকারীদের উদাহরণ

হাদীস শরীফে আছে –

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى (ص) اشترى رجل من رجل عقارا له - فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب - فقال له الذى اشترى العقار - خذ ذهبك منى انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب - وقال الذى له الارض - انما بعتك الارض

وما فيها - فتحاكما الى رجل - فقال الذى تحاكما اليه - الكما ولد؟ قال احدهما لى غلام - وقال الاخر لىجارية - قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا - (بخارى)

মূলঅর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলিয়াছেন, একবার এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি হইতে একটি জমি ক্রয় করিল। জমির ক্রেতা ক্রয়কৃত জমিতে স্বর্ণভর্তি একটি কলসি পাইল। ক্রেতা তখন বিক্রেতাকে বলিল, তুমি তোমার স্বর্ণ নিয়া যাও। আমি তো তোমার নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়াছি, স্বর্ণ ক্রয় করি নাই। বিক্রেতা বলিল, আমি জমি এবং জমিতে যাহা কিছু আছে সবই বিক্রয় করিয়াছি। তাহারা তখন একজন লোকের কাছে ফয়সালার জন্য গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি সন্তান সন্ততি আছে? তাহাদের একজন বলিল, আমার একজন পুত্র সন্তান আছে। আরেকজন বলিল, আমার একজন কন্যা সন্তান আছে। বিচারক বলিলেন, তবে তোমার কন্যাকে তাহার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দাও। আর সেই স্বর্ণের কিছু তাহাদের বিবাহতে ব্যয় কর। অবশিষ্টাংশ তাহাদেরকে দান করিয়া দাও। **ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা ও আমল করিয়া আমাদেরও এইরূপ চরিত্রবান হওয়া উচিত।**

ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়

হাদীস শরীফে আছে –

وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملئكة وذكر هم الله فيمن عنده -

মূলঅর্থ ঃ— ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘর (মসজিদ বা অনুরূপ স্থানে) সমবেত হইয়া আল্লাহ্‌র কিতাব (আল্লাহ ও রসূলের আইন বিধান) অধ্যয়ন করে এবং পরস্পরে উহার আলোচনা করিতে থাকে, তখন তাহাদের উপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হইতে থাকে, রহমত তাহাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখে। ফেরেশ্‌তাগণ রহমতের চাদর দ্বারা তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই সমস্ত লোকদের প্রসঙ্গে তাহার দরবারে উপস্থিত ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন। **[মিশকাত শরীফ]**

এই হাদীসের আলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক বাড়িতে, মহল্লায়, বাজারে, শহরে, গ্রামে-গঞ্জে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পূর্ণাঙ্গ শরীয়াতের ফরজে আইনের মজলিস কায়েম করিতে হইবে।

কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট নায়েবে রসূলের নিকট হইতে আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে খাঁটি নিয়্যাতে ভর্তি হইয়া শিক্ষায় রত থাকিবার মর্তবা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

قال رسول الله صلى عليه وسلم كن عالما او متعلما او مستمعا اومحبا ولا تكن الخامس فتهلك—

অর্থাৎ— রসূলে কারীম (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন – তুমি আলেম হয় অথবা আলেমের নিয়মিত ছাত্র হয় অথবা শ্রবণকারী ছাত্র হয় ইহাতে যদি অপারোগ হয়

তাহা হইলে আলেমকে মুহাব্বাত কর, কিন্তু পঞ্চম ব্যক্তি হইওনা। ইহার বাহিরে গেলে জাহান্নামী হইবে।

❑ **হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–**

من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس اعطاه الله ثواب سبعين صديقا او نبيا-

মূলঅর্থ– যে ব্যক্তি মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার এবং সেই অনুযায়ী আমল করিবার জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে সত্তর জন নবী অথবা সিদ্দীকের ছাওয়াব দান করিবেন। **[এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন]**

❑ **হাদীসে বর্ণিত আছে–**

من مات وهو يطلب العلم فيبعثه الله فى قبره ملكين ويعلمانه الى يوم القيامة و يبعثه الله يوم القيامة عالما وعارفا-

অর্থাৎ – ইলমে দ্বীন (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) শিক্ষায় রত থাকা অবস্থায় যদি কাহারো মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির কবরে দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করিবেন, অতঃপর দীর্ঘ কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে উক্ত দুই ফেরেশতা বাকী ইলম শিক্ষা দিতে থাকিবেন এবং ময়দানে হাশরে হক্কানী আলেম হিসাবে উঠাইবেন। **[ছিররুল আছরার]**

❑ **হাদীসে আছে–**

من طلب العلم كان كفارة لما مضى

যেই ব্যক্তি দ্বীনের ইলম অন্বেষণ করিবে তাহার (মাফ যোগ্য) গুনাহ সমূহের কাফফারা হইয়া যাইবে। **[তিরমিজী শরীফ]**

❑ **হাদীসে আরো আছে–** দ্বীনি ইলেমের একটি মজলিস ৭০টি অনার্থক গল্পের মজলিসের কাফফারা হইয়া যায়।

❑ **হাদীস শরীফে আরো আছে–**

اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد -

অর্থাৎ – ইলমে দ্বীন (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) শিক্ষায় রত থাকা অবস্থায় যদি কারও মৃত্যু হয়, তবে সে শহীদের মর্তবা পাইবে।

❑ **হাদীস শরীফে আরও আছে–**

طلب العلم افضل عند الله من الصلوة والصيام والحج والجهاد فى سبيل الله -

অর্থাৎ – ইলমে দ্বীন (আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ) শিক্ষায় রত থাকা আল্লাহ তায়ালার নিকট নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। **[তাফসীরে মাজহারী]**

❑ **হাদীস শরীফে ও তাফফসীরে মাজহারীতে আছে–**

مسئلة واحدة يتعلمها المؤمن خير له من عبادة سنة

অর্থাৎ– মুমিন ব্যক্তির একটি মাছয়ালা শিক্ষা করা এক বৎসর নফল ইবাদাতের চাইতেও উত্তম।

❑ **হাদীস শরীফে আরও আছে–**

تدارس العلم ساعة من الليل خير من احيا ئها -

অর্থাৎ– ঘন্টা খানিক সময় ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা সমস্ত রাত্র জাগ্রত থাকিয়া নফল ইবাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

❑ **হাদীসে আছে–**

مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة

মূলঅর্থ ঃ ইলমে দ্বীন চর্চার একটি মজলিস ষাট বৎসর নফল ইবাদাত করা অপেক্ষাও অধিক উৎকৃষ্ট।

বর্ণিত হাদীস সমূহে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল নায়েবে রসূলের নিকটে ভর্তি হইয়া ইলমে দ্বীন শিক্ষায় রত থাকিবার ভিতরে অনেক মর্তবা রহিয়াছে।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের সঠিক শিক্ষা বর্তমানে পুরাপুরিভাবে আছে কিনা ?

রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন–

يوشك ان ياتى على الناس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولايبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامرة وهى خراب من الهدى علماء هم شر من تحت اديم السماء من عند هم تخرج الفتنة -

অর্থাৎ– শীঘ্রই মানুষের উপরে এইরূপ এক জামানা উপস্থিত হইবে, তখন (সঠিক বা পূর্ণাঙ্গ) ইসলামের কিছুই বাকী থাকিবেনা; বরং বাকী থাকিবে শুধু নামে মাত্র ইসলাম। কুরআনেরও (সঠিক শিক্ষা ও আমলের) কিছুই বাকী থাকিবেনা, থাকিবে শুধু (পড়াপড়ির) রছম রেওয়াজ। উক্ত নামধারী মুসলমান ও শুধু রছম হিসেবে কুরআন পাঠকারীদের মসজিদসমূহ হইবে (বাহ্যিকভাবে) আবাদ ও জাঁকজমকপূর্ণ। অথচ সঠিক হাদী হইতে (মসজিদসমূহের আহালগণ এবং) মসজিদসমূহ বিরান থাকিবে। উক্ত নামধারী মুসলমানদের আলেম সমাজ হইবে আকাশের নীচে (সর্বাপেক্ষা) মন্দ বা বদকার। (কারণ) উক্ত আলেমদের নিকট হইতেই সমাজে ফেতনা (বা ভ্রান্ত আকীদাহ) প্রকাশ পাইবে।

বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে– তাই দেখা যায় বর্তমান জামানায় প্রায় সমগ্র দুনিয়া হইতে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সকল শ্রেণির মুসলমানেরই দ্বীনের রূপরেখা সম্পর্কে নিম্নলিখিতভাবে চরম ভ্রান্ত ধারণায় পতিত আছে– যথা–

❑ **কতক লোকের ধারণা– নামাজ, রোজা গং শুধুমাত্র পাঁচ বেনা পালন করিলেই খাঁটি** দ্বীনদার বা কামেল মুসলমান হওয়া যায়। আর উক্ত পাঁচটি বেনাই হইল পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত পাঁচ বেনা দ্বীনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নয়।

❑**আবার কতকের ধারণা উক্ত পাঁচ বেনা পালনের সাথে বিভিন্ন** তরীকার নফল জিকির আজকার ইত্যাদির আমল করিলেই খাঁটি দ্বীনদার হওয়া যায়। ইহাও ভ্রান্ত ধারণা। কারণ খাঁটি দ্বীনদার হওয়ার জন্য উপরোল্লিখিত আমল সমূহের সাথে আরো বহু শিক্ষা ও আমলের প্রয়োজন।

❑ **কতকের ধারণা, দ্বীনের ভিতরে ছয়টি উসূল বা মৌলিক** বিষয়। আর উক্ত (প্রচলিত) ছয় উসূল পালন করিলেই খাঁটি দ্বীনদার ও কামেল মুমিন হওয়া যায়। ইহাও চরম ভুল ধারণা। কারণ উক্ত ছয় উসূল ব্যতীত দ্বীনের আরও বহু মৌলিক বিষয় বা উসূল আছে।

❑ **কতকের ধারণা, মানব ও অন্যান্য সৃষ্টির সেবা করাই হইল** ধর্ম বা দ্বীন। প্রকৃতপক্ষে ইহা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নহে।

❑ **কতক লোক আছে, যাহারা শুধু সম্মিলিতভাবে ভীষণ** আওয়াজের সহিত বাদ্য-বাজনাসহ জলী জিকির করে ও পীরের পায় সিজদা করে আর ইহাকেই সঠিক পথ বা দ্বীন মনে করে। ইহাও চরম পর্যায়ের গোমরাহী।

❑**কতকের ধারণা নামাজ, রোজা ইত্যাদি আদায় করা এবং** সুদ, ঘুষ, জুলুম, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই হইল প্রকৃত দ্বীন। অথচ বাস্তব সত্য হইল উহা দ্বীনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নহে।

মোটকথা বর্ণিত ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় আল্লাহর দ্বীনের রূপ-রেখা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের আংশিক ও ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের ৪র্থ পারা সূরা আল ইমরানের ১৩৯ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين -

অর্থাৎ–"তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা সিফাতী মুমিন হও"।

বর্ণিত আয়াতের মর্মানুযায়ী দেখা যায়, পূর্ব জামানার মুসলমানগণ সত্যিই বিজয়ী ছিলেন। যথাঃ– ▣ বদরের যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান ১ হাজার দূর্ধর্ষ কাফের সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছে। ▣ হযরত উমর (রাঃ) অর্ধ পৃথিবী শাসন করিয়াছেন। ▣ বিজাতিদেরকে মুসলমানরা শাসন করিত। এমনকি ভারত বর্ষে মুঘল শাসনাধীনে শতকরা ১১ জন ছিল মুসলমান আর ৮৯ জন ছিল হিন্দু। অথচ এই ৮৯ জনকে ১১ জনই শাসন করিয়াছেন। ▣ অতীতের মুসলমানগণ ভেজাল ও ধোকা দিতে জানিত না, তাই বিজাতিরা পর্যন্তও মুসলমানদের দোকান হইতে সওদা বা মালামাল ক্রয় করিত। গরীব মুসলমানদের কাছে হাজার হাজার টাকা জমা রাখিত। বিনা দলীলে জমি ক্রয়-

বিক্রয় করিত। আর বর্তমানে দেখা যায় তাহার উল্টো। যথা– বিজাতিরা মুসলমানদের শাসন করিতেছে। ▣ দলীল করিয়াও জমির দখল নেওয়া যাইতেছে না।

অথচ আল্লাহর রহমতে মসজিদ, মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়িতেছে আর বাড়াও উচিত যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের উপর "দ্বীনি ইলম" শিক্ষা করা ফরজ। মুসুল্লীদের সংখ্যাও আগের তুলনায় বাড়িতেছে, কিন্তু মুসুল্লীদের খাস্‌লাত ভাল হইতেছেনা।

অতএব, অতীতের আর বর্তমান মুসলমানের মধ্যে যখন মিল খাইতেছেনা তখন বুঝা যায়, যেই শিক্ষা ও আমলের বদৌলতে মুসলমান জাতি বিশ্ববাসীর শীর্ষে ছিল সেইরূপ শিক্ষা ও আমল বর্তমান সমাজে নেই।

উদাহরণ স্বরূপ একটি মাইক চলিতেছে হঠাৎ করিয়া যদি মাইকটা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনে করিতে হইবে এর কোন একটি অংশে সমস্যা দেখা দিয়াছে অন্যথায় চলিতেছে না কেন? হয়তো মেশিনে অথবা ইউনিটে অথবা তারে অথবা অন্য যে কোন এক অংশে সমস্যা ঘটিয়াছে। ঠিক তদ্রূপ অতীত আর বর্তমান মুসলমানদের খাসলাত যখন মিল খাইতেছে না। ইহাতে বুঝা যায়, বর্তমান মুসলমান সমাজে ধর্মের পরিপূর্ণ শিক্ষা ও আমল নেই।

শরীয়াতের আমলী মাছয়ালা ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফের বর্তমানে কোন্ ভাগ আছে আর কোন ভাগ নাই

রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়া, পিতামাতার খেদমত ইত্যাদি ফিক্বাহের মাছয়ালাসমূহের শিক্ষা বর্তমান সমাজে আছে। **তাহার প্রমাণ–** ফিক্বাহের শব্দগুলি যথা– আজান, ইকামত, অজু, গোসল, তায়াম্মুম, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, রাক্‌য়াত, ওয়াক্ত, রুকু, সিজদাহ, তাসবীহ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া, হালাল, হারাম, জুম'আ, জামাত, মোনাজাত ইত্যাদি আরবি শব্দ হইলেও বাংলার মতই অধিকাংশ মানুষ বুঝে। কেননা যেই বিষয় যাহার জানা থাকে সেই বিষয় তাহার কাছে সহজ মনে হয়।

এমনকি ফিক্বাহের কোন কোন মাছয়ালার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বলিলেও অধিকাংশেই বুঝে। যথা–

اقيموا الصلوٰة واتوا الزكوٰة -

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা নামাজ ও যাকাতের কথা বলিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, ফিক্বাহের মাছয়ালাসমূহ বর্তমানে মসজিদ, মাদ্রাসা, বিভিন্ন পীরানা দরবারে শিক্ষা ও চর্চা থাকিবার কারণে ফিক্বাহের বিষয়গুলি অধিকাংশেরই বুঝে আসে।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায়, ফিক্বাহের মাছয়ালা চর্চা ও শিক্ষা বর্তমানে মোটামুটিভাবে আছে।

আর শরীয়াতে জাহেরা "ফিকাহের" ন্যায় আবশ্যক পরিমাণ ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজে আইন। **[শামী প্রথশ খন্ড ৪০ পৃষ্ঠা]**

কুরআন-হাদীসের আমলী মাছয়ালা সমূহের অর্ধাংশ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন বিদ্যা ইলমে কলব বা ইলমে তাছাওউফ অর্থাৎ, মানবতা বিধ্বংসী ও পরজগতে বিনাশ সাধনকারী অন্তরজাত কু-রিপুসমূহ "মুহলিকাত" মৌলিকভাবে ১০ এবং পরিত্রাণকারী সৎ স্বভাব "মুনজিয়াত" মৌলিক ভাবে ১০। এইভাবে হৃদয় শুদ্ধির বিদ্যা ইলমে তাছাওউফ এর (ইলমে ক্বলবের) মধ্যে ২০টি আসল বা মূল বিষয় আছে। আবার ইহার প্রত্যেকটির জন্য ৪টি করিয়া জরুরি মাছয়ালা আছে। এইভাবে ইলমে ক্বলবের ভিতরে ৮০ প্রকার ফরজ ও জরুরি মাছয়ালা আছে। কিন্তু অত্যন্ত চিন্তা ও আফছুছের বিষয় যে উক্ত মহা জরুরী ইলমের শিক্ষা বর্তমানে প্রায় সমগ্র দুনিয়া থেকেই প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির পথে। এই বাংলাদেশেই কোটি কোটি লোক বর্ণিত ইলেম সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর, চিন্তা কিছুই রাখে না।

তাহার প্রমাণ ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালাগুলি যেমন- তারীফ, ছবব, আলামাত, এলাজ, অরা, ওজব, হাকদ. শোহ, মুহ্লিকাত মুন্জিয়াত, যোহদ, তাসলীম, কানায়াত, রেযা, কবজ, বছত, হায়বত, ওনছ, আজদ, তাওয়াজ্জোদ, ফানা, বকা, তালবিন, তামকিন, গায়রাত ও ফেরাছাত ইত্যাদি অধিকাংশ লোকই ফিকাহের মাছয়ালা সমূহ যেই ভাবে বুঝে উপরোক্ত তাছাওউফের মাছয়ালা সমূহ সেই ভাবে বুঝে না।

এমন কি ফিক্বাহের কোন কোন মাছয়ালার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বলিলেও অধিকাংশেই বুঝে। কিন্তু ইলমে তাছাওউফ সংক্রান্ত আয়াত বলিলে অধিকাংশেই বুঝেনা। যথা - **من يوقى شح نفسه**

ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, বর্তমান সমাজে সঠিক ইলমে তাছাওউফের শিক্ষা ও চর্চা নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে ফিক্বাহের শব্দগুলি যেমন আরবিতে হইলেও মানুষ বাংলার মতই বুঝিতে পারে, তদ্রূপ ইলমে তাছাওউফের শব্দগুলিও বুঝিতে পারিত।

মোটকথা-ইলমে তাছাওউফের শিক্ষাসমূহ সঠিকভাবে ও কিতাবী ধারায় স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি অথবা মক্তব, কারিয়ানা, হাফেজিয়া, আলিয়া ও দেওবন্দ রুলের মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন পীরানা দরবার উহার কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয় না অর্থাৎ- ইলমে তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এইরূপ কোন কিতাব পাঠ্য না থাকায় অধিকাংশ লোকেরাই ইলমে তাছওউফের অসংখ্য জরুরি মাছয়ালা সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে মূর্খ থাকিয়া যায়। তাই ইলমে তাছাওউফের বিষয়গুলি কম বুঝে।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের মধ্য থেকে বর্তমান সমাজে বিশেষ করে ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালা সমূহ সঠিকভাবে ও কিতাবী ধারায় শিক্ষা ও আমল নাই।

অতএব সর্ব শ্রেণির মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ ও রসূল (সঃ) এর পক্ষ হইতে বিশেষ আহবান জানাইতেছি যে, আপনারা যেইভাবে ইসলাম ধর্মের জাহেরী অংশ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জিকির, দোয়া দুরূদ, তিলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস আনিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও আমলের জন্য চেষ্টা সাধনা করিতেছেন ঠিক তদ্রূপ ভাবে কুরআন হাদীসের আমলী মাছয়ালার বাকী অর্ধাংশ ইলমে ক্বলব বা তাছাওউফের ফরজিয়াত ও সঠিক রূপ রেখার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কিতাবী ধারায় সাহাবায়ে কিরামের তরীকায় শিক্ষা ও আমলের জন্য চেষ্টা সাধনায় লিপ্ত হউন।

অতীতেও ধর্মের কোন কোন অংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল

হযরত আদম (আঃ) এক আল্লাহ্র শিক্ষা এই পৃথিবীতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু পর্যায়ক্রমে হযরত নূহ (আঃ) আসিয়া দেখিলেন যে, এক আল্লাহ বলিবার মত একজন লোকও নেই। আবার হযরত নুহ (আঃ) –এর সময় তাহার অনুসারীরা ছাড়া সবাই বন্যায় ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর, যাহারা পৃথিবীতে ছিল সকলেই এক আল্লাহ্ বলিবার লোক ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আসিয়া এক আল্লাহ বলিবার মত কোন মানুষই পাইলেন না।

এইভাবে পর্যায়ক্রমে হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) আসিয়া দেখিলেন কাবা ঘরে এক আল্লাহ্র বিপরীতে ৩৬০টি মূর্তি। ইহাতে বুঝা যায়, কোন এক সময় এক আল্লাহ্ বলিবার মত লোক ছিলনা।

ভারত বর্ষের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইকারীভাবে ধ্বংস ও আলেম এবং মুসলমানদের নিধন করিবার ফলে শুধু যে ইল্‌মে তাছাওউফই বিলুপ্ত হইয়াছিল তাই নয়, অনেক স্থান হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া তো দূরের কথা পাঁচবার আজান দেওয়ার বিধানও বিলুপ্ত হইয়াছিল। বহু স্থানে মসজিদ ছিল সত্য কিন্তু তাহাতে ইমাম, মুয়াজ্জিন বা নামাজী ছিল না। ভোরে ও সন্ধ্যায় আজান দিয়া লোকদিগকে সন্ধ্যা ও প্রভাতের সংবাদ দেওয়া ব্যতীত শহর বাসীদের মসজিদ গুলির সঙ্গে অন্য কোন সম্পর্ক ছিলনা। ঐ সময় মানুষ আজান, ইকামত, নামাজ ও জামাতের সাথে এত সম্পর্কহীন ও অপরিচিত ছিল যে, দিনের বেলা আজানের শব্দ শুনিলে আশ্চর্য বোধ করিত এবং বলিত আরে মিয়া দিনের বেলায় আবার আজান কিসের। জনাব মাওলানা সাহেব নিজের বর্ণনায় উক্ত বিষয় লিখিয়াছেন– "এই ফকির পাঁচবার যখন আজানের ব্যবস্থা করিলাম তখন কোন কোন অজ্ঞ মুসলিম বলিতে লাগিল, ভোরে ও সন্ধ্যায় আজান শুনিয়াছি। কিন্তু দিনে কখনও শুনি নাই। ইহা একটি নতুন নিয়ম বাহির হইয়াছে"। **[জাদুত্‌তাকওয়া]**

হযরত মাওলানা কারামত আলী সাহেব নিজেই বলিয়াছেন যে– "আমি একদা জৌন পুরের প্রসিদ্ধ নেতা মুন্সি ইমাম বকসের বাড়ির নিকট দিয়া যাইতেছিলাম তখন একজন বৃদ্ধা মেয়ে লোক দূর হইতে আমাকে দেখিল তাহার হাতে একটি পাতিল ছিল সে উহাকে ধৌত করিবার জন্য নিয়া যাইতে ছিল। যখন বৃদ্ধা আমার নিকটবর্তী হইল তখন সে পাতিলটি সজোরে আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল এই নতুন মৌলভীই দিনের বেলায় আজানের প্রচলন করিয়াছে"।

[হযরত মাওলানা জৌনপুরী কারামত আলী সাহেবের জীবনী–
লেখক–মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী।]

বিস্তারিত জানিবার জন্য পাঠ করুন ইলমে তাছাওউফ বিলুপ্তির ইতিহাস

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) একটি শাখা মাছয়ালার জন্য শাহাদাত বরণ করিয়াছেন কিন্তু মাছয়ালা পরিবর্তন করেননি।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) –এর জামানায় তাঁহার দেশের বাদশা দ্বিতীয় বিবাহ করিবার সিদ্ধান্ত নিলে বাদশাহর স্ত্রী চিন্তা করিল অন্য স্থান হইতে কাউকে বিবাহ করিলে সতিনের জ্বালা ভোগ করিতে হইবে। তাই বাদশাহর স্ত্রীর পূর্বের বিবাহের মেয়েকে বাদশাহকে বিবাহ করিতে বলিলেন, বাদশাহ প্রথমতঃ রাজি হইল না, পরে স্ত্রী তাহাকে বুঝাইলো যে, এই মেয়ে তো আপনার রক্তের নয় তাই বিবাহ করিতে দোষ কি? কৌশল হিসেবে মেয়েকে সাজে সজ্জায় সুজজ্জিত করিয়া বাদশাহর নিকটে পাঠাইয়া দিত। কিন্তু মেয়েকে বলিয়া দিয়াছিল খবরদার বাদশাহকে কখনও শরীর স্পর্শ করিতে দিবি না। মায়ের কথামত মেয়ে বাদশাহকে বিভিন্ন কৌশলে বশ করিয়া ফেলিল। বাদশাহ্ও মেয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া গেল কিন্তু মেয়ে বিবাহ ব্যতীত বাদশাহ্ কে তাহার শরীর স্পর্শ করিতে দিতে রাজি হইল না।

বাদশাহ্ তৎকালীন আলেমদের থেকে লোভ/ভয় দেখিয়ে ফতুয়া আনিল যে এই মেয়ে বিবাহ করা শুধু বাদশাহর জন্য জায়েয। কিন্তু এক লোক বলিয়া ফেলিল যে, এই সব আলেমদের ফতুয়া আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) –এর ফতুয়া।

বাদশাহ্ হযরত ইয়াহইয়া–(আঃ) –কে নানা রকম লোভ এবং ভয় দেখাইল যাহাতে তিনি ফতুয়া বাদশাহর পক্ষে প্রদান করেন। বাদশাহ্ আরো বলিলেন আগামী শনিবার জুমার সময় মসজিদে সবার মধ্যে এই ফতুয়া দিবেন। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) জুমার দিন সবার মাঝে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন, এই বিবাহ হারাম, হারাম, হারাম। বাদশাহ এই কথা–শুনিয়া রাগে ক্ষোভে মসজিদ ত্যাগ করিল।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বলিলেন দুনিয়ার নিয়ম হিসেবে আমি বাদশাহর অধীন কিন্তু ধর্মীয় হিসেবে বাদশাহ আমার অধীন। চাই সে আমাকে মানুক বা না মানুক।

এদিকে বাদশাহ ঐ মেয়েকে বলিল। আর বিবাহের প্রয়োজন নাই। যদি কেহ সমালোচনা করে তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব। আর সমালোচনা করিবে আমার রাজ্যে এমন সাহস কাহার?

মেয়ে বলিল যে, ইয়াহ ইয়া (আঃ) আমাদের সুখের সংসার যখন হইতে দিল না তখন তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাথার খুলিতে মদ পান করিতে করিতে মাতাল হইয়া আমি তোমার কাছে যাইব। অন্যথায় আমি তোমার কাছে যাইব না।

বাদশাহ্ সৈন্য পাঠাইল হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) –কে হত্যা করিয়া তাহার মাথার খুলি আনিবার জন্য। ইহা শুনিয়া ইয়াহইয়া (আঃ) বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধের পূর্ব মুহুর্তে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) –আল্লাহর কাছে দোয়া করিলেন হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হায়াত চাই না। কিন্তু তোমার কাছে দোয়া/প্রার্থনা করি। আমার মাথার খুলিতে যেন মদ পান করিতে না পারে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) –এর দোয়া কবুল করিলেন। তাঁহার শাহাদাত বরণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন এক প্রকার পোকা পাঠাইলেন

উহারা তাঁহার সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। যখনই সৈন্যরা তাঁহার কাছে যাইতে চেষ্টা করে তখনই ঐ পোকায় এমন কামড় মারে যে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা মারা যায়। ফলে কেহই তাঁহার মাথা আনিতে পারিল না।

ইহা ছাড়াও হযরত ইয়াহইয়া- (আঃ) –এর শরীর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমনকি রাজার বাড়ি ঘর পর্যন্ত রক্তের বন্যা বহিতে লাগিল। অবশেষে রাজা সৈন্যদের বলিল তোমরা লাশের কাছে গিয়া বল আমরা লাশকে সম্মানের সহিত দাফন করিব। সৈন্যরা যখন লাশের কাছে গিয়া বলিল আমরা লাশকে সম্মানের সহিত দাফন করিব। অমনিই পোকা চলিয়া গেল এবং রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। সৈন্যরা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) –এর লাশ দাফন করিল কিন্তু কবর ফাটিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোন ক্রমেই রক্ত থামিল না।

বখতে নছর নামে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের এক বাদশাহ্ ছিল আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহাকে স্বপ্নে দেখাইলেন হে বখতে নছর! তুমি যদি ঐ বাদশাহকে হত্যা না কর এবং হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) –এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না কর তাহা হইলে তোমার রাজ্যও রক্তের বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। আর যদি তুমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে বিজয় দান করিব এবং ঐ রাজ্য তোমার দখলে আনিয়া দিব।

বাদশাহ্ বখতে নছর ঐ বাদশাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ঐ বাদশাহকে, বাদশাহ্র স্ত্রীকে, স্ত্রীর কন্যাকে এবং অগ্রগামী সকল সৈন্যকে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত না থামিল ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করিতে লাগিলেন। এক পর্যায়ে রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল, হযরত ইয়াহ ইয়া (আঃ) একটি শাখা মাছয়ালার জন্য শহীদ হইয়াছেন কিন্তু মাছয়ালা পরিবর্তন করেননি। আর বর্তমানে আমলী মাছয়ালার অর্ধাংশ ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালা বিলুপ্ত। এহেনো পরিস্থিতিতে আমাদের কি করণীয়? **[প্রকাশকবৃন্দ]**

শিক্ষামূলক এক বিশেষ ঘটনা

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এক এলাকায় ইসলামের দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করিলেন, কিছুদিন দাওয়াত দেওয়ার পর লক্ষ্য করিলেন এই এলাকার প্রভাবশালী নাস্তিক কাফির লোকটি ইসলাম গ্রহণ করিলে আরও লোকজনের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়। সে কারণে হযরত আলী (রাঃ) নাস্তিক কাফের লোকটিকে দেখিলেই তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। বলিতেন কেমন আছেন? কিছুদিন পর নাস্তিক কাফির লোকটি আলী (রাঃ) কে দেখিলেও তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিত। বলিত কেমন আছেন? এইভাবে কিছুদিন উভয়ের কুশল বিনিময় চলিল। এরপর হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে দেখিলে তাহার এবং তাহার পরিবারের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা শুরু করিলেন। কিছুদিন পর নাস্তিক কাফির লোকটিও হযরত আলীকে দেখিলে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের

কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল।

একদিন হযরত আলী (রাঃ) নাস্তিক কাফের লোকটিকে বলিলেন আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলিতে চাই। কথাগুলি আপনার বাড়িতে বসিয়া শুনিবেন? না আমার বাড়িতে আসিয়া শুনিবেন? নাস্তিক কাফের লোকটি বলিল আপনার বাড়িতে বসিয়া শুনিলেই তো ভাল হয়। এরপর কথা বলা ও শুনিবার জন্য উভয়ে একটি তারিখ নির্দিষ্ট করিলেন। তারিখ মোতাবেক নাস্তিক কাফির লোকটি হযরত আলী (রাঃ) –এর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। হযরত আলী (রাঃ) কথা শুরু করিবার পূর্বেই নাস্তিক বলিল মনে করুন আপনার বাড়িতে মেহমান আসিয়াছে আর আপনি মেহমানের জন্য অনেক ধরনের খানা প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু মেহমান ঐ খানা খায়না, তাহা হইলে তো সেই খানা প্রস্তুত করিয়া কোন লাভ নাই। ঠিক তদ্রূপ আপনি আমাকে কথা শুনাইবার জন্য দাওয়াত দিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহর কথা, রাসূলের কথা, কুরআনের কথা, হাদীসের কথা শুনিতে আমি রাজি নই। কারণ আমি এক আল্লাহ, রসূল, কুরআন, হাদীস, হাশরের মাঠের বিচার বিশ্বাস করি না।

অতএব, এই চার কথার বাহিরে কোন কথা থাকিলে আমার সাথে বলিতে পারেন। আমি সেই কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনিব।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আপনার একদিন মৃত্যু হইবে, এই কথা বিশ্বাস করেন? সে বলিল, একদিন মৃত্যু হইবে এই কথা বিশ্বাস করি কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম "জন্মিলে মরিতে হয়"।

হযরত আলী বলিলেন, হে ভাই নাস্তিক! ধরিয়া নিন আপনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, আমিও মৃত্যু বরণ করিয়াছি এখন যদি কবরে শান্তি শাস্তি, হাশরের বিচার, বেহেশত দোযখ কিছুই না থাকে তাহা হইলে তো আপনি মুক্তি পাইলেন। নাস্তিক খুশি হইয়া বলিল আমিও মুক্তি পাইলাম আপনিওতো বাঁচিয়া গেলেন। হযরত আলী নাস্তিক লোকটিকে বলিলেন আবার ধরুন আপনিও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন আমিও মৃত্যু বরণ করিয়াছি তারপর আপনি, আমি, সবাই দেখিলাম যে, কবরের সওয়াল জওয়াব, সান্তি-শাস্তি, হাশরের বিচার, বেহেশত দোযখ সবই সত্য। এমতাবস্থায় আমরা ইসলাম গ্রহণকারীগণ মুক্তি পাইব। আর আপনার অবস্থা কি হইবে? পরকাল না থাকিলে তো আমি, আপনি সকলেই চিন্তামুক্ত। যদি পরকাল থাকেই তাহা হইলে আপনার অবস্থা কি হইবে? একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী পয়গম্বর সকলেই তো বলিয়াছেন আখেরাত সত্য।

নাস্তিক কাফির লোকটিকে কেউ কোন দিন লা-জাওয়াব করিতে পারেনি, কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে লা-জাওয়াব হইয়া ভালোমন্দ কিছু না বলিয়া হযরত আলী (রাঃ) –এর কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি চলিয়া গেল। বাড়ি যাওয়ার পর নাস্তিক কাফিরের চোখে আর ঘুম আসিলনা। বার বার অন্তরে দোলা দেয় যদি আখেরাত সত্যই হয় তাহা হইলে আলী তো মুক্তি পাইবে কিন্তু আমার অবস্থা কি হবে? এক পর্যায়ে নাস্তিক কাফির লোকটি হযরত আলী (রাঃ) এর বাড়ি আসিয়া বলিলেন আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন। হযরত আলী (রাঃ)

তাহাকে কালেমায় তাইয়্যেবা ও কালেমায় শাহাদাত পাঠ করাইয়া ইসলামে প্রবেশ করাইলেন।

বর্ণিত বিবরণে মানব জাতির জন্য বহু শিক্ষা রহিয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ শিক্ষা হইল কুরআন, হাদীস, মাজহাবের কিতাব ও অতীত যুগের নায়েবে রসূলগণের কিতাব অনুযায়ী আখেরাতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া জান্নাতী হইতে হইলে আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহের সমষ্টি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের ইবাদাত-১০,মুয়ামালাত-১০, মুহলিকাত-১০, মুনজিয়াত-১০, এইভাবে মৌলিক ভাবে মোট ৪০ প্রকার মাছয়ালা থেকে অন্ততঃ আবশ্যক পরিমাণ নায়েবে রসূলের অনুসরণে শিক্ষা ও আমল করিতে হইবে, এবং উহা জারি ও কায়েমের জন্য বিধান অনুযায়ী মালী বন্দেগী ও শক্তি পরিমাণ অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করিতে হইবে। অতএব, ইহার মধ্য হইতে যাহার মধ্যে যেইভাগের শিক্ষা নাই হায়াত থাকিতে তাহা ভালোভাবে শিক্ষা করিয়া আমল করা উচিত। কারণ মৃত্যুর পরে যদি দেখা যায় যে, কোন এক ভাগের শিক্ষা ও আমল বাকী রহিয়াছে। তখন আর কোন উপায় থাকিবে না। মহান আল্লাহ তায়ালা সকলকে সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

কিয়ামতের মাঠে হায়াত ও যৌবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে –

لاتزول قدما ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه -

মূলঅর্থ ঃ – হযরত (সঃ) বলিয়াছেন কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহর দরবার হইতে আদম সন্তানেরা কদম হেলাইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কাছে পাঁচটি সওয়াল করা না হয়।

- **প্রথম ঃ**- সওয়াল করা হইবে, তাহাদের হায়াত সম্বন্ধে। তাহারা যতদিন হায়াত পাইয়াছিলি, সেই হায়াতকে কি কাজে খরচ করিয়াছে।
- **দ্বিতীয় ঃ**- তাহাদের যৌবন শক্তি কি কাজে খরচ করিয়াছে।

বর্ণিত হাদীসের আলোকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল যে, কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেক মানুষকেই হায়াত এবং যৌবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। অতএব, হায়াত ও যৌবনের সহজ ভাবে হিসাব দেওয়ার জন্য হায়াত এবং শক্তি থাকিতেই হযরত (সঃ) দুনিয়াতে যে ইসলাম ধর্ম বা পূর্ণ শরীয়াত আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা ইবাদাত, মুয়ামালাত, মুহলিকাত ও মুনজিয়াত এই চার ভাগে বিভক্ত হইয়া ৪০ উসূলে পরিণত হইয়াছে তাহা একজন নায়েবে রসূলের অনুসরণ করতঃ শিক্ষা ও আমল করিতে হইবে এবং উহা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নায়েবে রসূলকে জানে মালে সাধ্যানুযায়ী পূর্ণ সাহায্য সহযোগীতা

করিতে হইবে। এইভাবে হায়াত ও যৌবনের মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় করিতে হইবে।

اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لاخرتك بقدر مفامك فيها و اعمل لله بقدر حاجتك اليه و اعمل للنار بقدر صبرك عليها -

মূলঅর্থ ঃ– "এই পার্থিব জগতের জন্য এতটুকু কাজ কর যতটুকু সময় তুমি এই দুনিয়ায় অবস্থান করিবে। আর পরকালীন জীবনের জন্য এই পরিমাণ কাজ কর যতকাল তোমাকে সেথায় অবস্থান করিতে হইবে। আল্লাহ্ পাকের নিকট তোমার যেই পরিমাণ প্রয়োজন সেই পরিমাণই তাহার কাজ করিয়া যাও। আর কিয়ামতের ভয়ানক সময়ে তুমি যে পরিমাণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে সেই পরিমাণ আমল কর"।

অতএব বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে স্বাস্থ্যকে, দরিদ্র হওয়ার পূর্বে ধনকে, কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে অবসর হায়াতকে, মৃত্যুর পূর্বে অবসরকে মূল্যবান জান।

মানুষ পারিবে না এমন কোন বিধান মহান আল্লাহ তায়ালা দেননি।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আরাফের ৪২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন –

والذين امنوا وعملوا الصلحات لانكلف نفسا الاوسعها أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون -

মূলঅর্থ ঃ– আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন মানুষ পারিবেনা এমন কোন বিধান আমি দেইনি। অতএব, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম সমূহ অর্থাৎ আমলে বাতেনী তাছাওউফ ও আমলে জাহেরী ফিক্বাহের মাছয়ালা সমূহের উপর আমল করিতেছে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার উপর এমন কোন আইন বিধান দেননি, যাহা তাহার শক্তি ও সাধ্যের বাহিরে। জান্নাতে প্রবেশ করিবার জন্য যেই সব সৎকর্ম শর্ত করা হইয়াছে সেইগুলি মানুষের সাধ্যাতীত কাজ নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা প্রতিক্ষেত্রেই শরীয়াতের আইন বিধান নরম ও সহজ করিয়াছেন। প্রত্যেক আইন বিধানেই অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যথা– ফরজ নামাজ দাঁড়াইয়া পড়া ফরজ কিন্তু অসুস্থতার জন্য দাঁড়াইতে না পারিলে সে বসিয়া পড়িবে। তাহাও না পারিলে শুইয়া ইশারায় পড়িবে।

অজু ও গোসল করিলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকিলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে। রোজা রাখা ফরজ তবে অসুস্থ হইলে বা সফরে থাকিলে পরে রাখিবে।

বর্ণিত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা গেল, মানুষের সাধ্যের বাহিরে আল্লাহর কোন আইন বিধান নাই। সুতরাং ফিক্বাহের ন্যায় ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা ও আমল করা

মানুষের পক্ষে সম্ভব। ইহাতে ভয়ের ও নৈরাশ্যের কিছু নেই। মানুষ ফিক্বাহের মাছয়ালা সমূহ শিক্ষা ও আমল করিবার কারণে ফিক্বাহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে এবং ফিক্বাহের মাছয়ালা সমূহ সহজ মনে হয়। তদ্রূপ মানুষ যখন ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালা সমূহ শিক্ষা ও আমল করিতে থাকিবে তখন ফিক্বাহের ন্যায় ইলমে তাছাওউফের মাছয়ালাসমূহ সম্পর্কেও অনেক জানিবে এবং ফিক্বাহের মতই সহজ মনে হইবে।

যেমনি ভাবে দুনিয়াতে মানুষ দুনিয়ার পানি থেকে বাঁচিবার জন্য কষ্ট হইলেও অনেক চেষ্টা সাধনা করিয়া সাঁতার কাটা শিখে। তেমনি ভাবে পরকালের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিবার জন্যও সর্বস্তরের মানুষের চেষ্টা সাধনা করিয়া আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের সমষ্টি পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম শিক্ষা ও আমল এবং উহা জারি কায়েমের জন্য চেষ্টা সাধনা করিতে হইবে।

মোটকথা– আকাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহের সমষ্টি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের ইবাদাত ১০, মুয়ামালতে-১০, মুহলিকাত-১০, মুনজিয়াত-১০ মৌলিকভাবে এই ৪০ প্রকার মাছয়ালার সমষ্টি পূণার্ঙ্গ দ্বীন ইসলাম অন্ততঃ আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা ও আমল করিতে হইবে, অতএব, এই চল্লিশ প্রকার মাছয়ালা হইতে যাহার ভিতরে যেই ভাগের শিক্ষা নাই। সেই ভাগ হায়াত থাকিতে শিক্ষা আমল করা উচিত।

অন্তরের আখলাক বা স্বভাবগুলির তারীফ, ছবব, আলামত, এলাজ এর মাছয়ালা সমূহ শিক্ষা না করিয়া শুধু প্রচলিত নফল জিকির-অজিফা আদায় করিতে থাকিলে অন্তরের কু-রিপু সমূহ দূরীভূত হইবে না

অনেকের ধারণা শুধু প্রচলিত নফল জিকির-অজীফা মুরাকাবা-মুশাহাদা ইত্যাদিতে অন্তরের কু-রিপু দূরীভূত হয়। ইহা ভুল ধারণা।

❑ মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) সাহেবের জখিরায় কারামত কিতাবের প্রথম খন্ডের নবম পৃষ্ঠায় লিখা আছে –

کنوین مین اکربلی مری اورسری اور یهولی نهین تو بلی کو کنوین سی نکال یهینك کی سائه دول یانی کنوین کا نکال دالی کنوان یاك هو جاوی اوراکر بلی کنوین مین یری رهی تو یانی نکالنا کجه فائده نه کری - اسیطرح سی جبتك نفس کا تزکیه نه هوکا کوئی ذکر اور عبادت اور مراقبه فائده نه کریکا -

কুপের ভিতরে বিড়াল পরিয়া মরিয়া থাকিলে উহা যদি ফুলিয়া পচিয়া গলিয়া না থাকে, তবে কূপ হইতে ষাট (৬০) ডোল (বালতি) পানি উঠাইয়া ফালাইলে কূপ পবিত্র হইয়া যায়, কিন্তু মরা বিড়াল না তুলিয়া পানি ফালাইয়া দিলে কোন ফায়দা হয় না। তদ্রূপ অন্তরকে কু-রিপুসমূহ হইতে পবিত্র না করিয়া **অর্থাৎ–** অন্তরে কু-রিপুসমূহ থাকা অবস্থায় যে কোন জিকির ও ইবাদাত এবং মুরাকাবা করিবে উহাতে ফায়দা (উক্ত ব্যাপারে উপকার) হইবে না।

❑ **মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) সাহেবের রফীকুচ্ছালেকীন কিতাবে লিখা আছে—**

نصیحت جب تك انسان اپنی سینی سی دسون رزائل یعنی برئ خصلتون کو باهر نکال کرنه پهینکی کا تب تك یه شغل اور اشغال جیساکه جاهی فائدة نه کرین کی -

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) রফিকুচ্ছালেকীন কিতাবে জিকির-শোগলের বর্ণনা লিখিয়াছেন। মানুষ যাতে শুধু নফল জিকিরেই মুক্তির পথ মনে না করে সেই জন্য তিনি উক্ত কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে নছীহত আকারে লিখিয়াছেন—

মূলকথা— মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের অন্তর হতে ১০টি কু-রিপু দূরীভূত না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতই জিকির-আজকার, মোরাকাবা-মোশাহেদা করুক না কেন কোনই ফায়েদা হইবে না।

হযরত মাওলানা মুহাঃ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) সাহেবের মলফুজাতে হেচ্ছায় হাপ্তমে লিখা আছে ঃ-

اورنری ذکر و شغل سی اصلاح هو بهی کیسی سکتی هی اسلئی که هر رذیله کاعلاج جداکانه هی اکر ایك رذیله بهی باقی رهي کا تو راسته اسوقت تك بندهی بلکه ذکر سی بعض مرتبه فاسد الا ستعداد کا مرض بره جاتا هی -

অর্থ ঃ- শুধু (নফল) জিকির শোগলে আত্মার ইসলাহ হইবেই বা কিরূপে? কারণ প্রত্যেকটি রিপুর ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন। যদি আত্মার একটি রিপুও বাকী থাকে, তবে বেহেশ্তের রাস্তা বন্ধ থাকিয়া যায়। বরং জিকির এর দ্বারা আত্মার রোগ কোন কোন সময় আরও বৃদ্ধি পায়।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, যেমনিভাবে দেহের সমস্ত রোগের এক ঔষধ প্যারাসিটামল হইতে পারেনা। তেমনিভাবে অন্তরের সমস্ত কু-রিপুর এক ঔষধ শুধুমাত্র প্রচলিত নফল জিকির আজকার হইতে পারেনা। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, মানুষ ও জ্বীনকে আমার ইবাদাত করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। এই জ্বীনদের মধ্য থেকে ইবলীস ৬ লাখ বছর জিকির আজকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার অন্তরের কুরিপু দূর হয় নাই। অতএব, বুঝা গেল জিকির আজকারে অন্তরের কুরিপু সমূহ দূর হয় না।

১। প্রশ্নঃ- প্রচলিত নফল জিকির দ্বারা অন্তরের রাজায়েল দূর না হইলে দূর করিবার পন্থা বা এ'লাজ কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের ১ম খন্ডের (কাদীম ছাপা ৪০ পৃষ্ঠায়) লিখা আছে—

ولا یمکن الابمعرفة حدودها واسبابها وعلاما تها وعلاجها-

মূলঅর্থ ঃ- অন্তরের রাজায়েল দূর করা সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজায়েলের তারীফ, ছবব, আলামত ও এলাজের মাছয়ালা অবগত না হইবে।

পরিষ্কার বুঝা গেল, অন্তরের রাজায়েল দূর করিবার পন্থা বা এ'লাজ হইয়াছে তাছাওউফের বর্ণিত মাছায়েল।

২। প্রশ্ন ঃ– নফল জিকির দ্বারা অন্তরের রাজায়েল দূর না হইলে প্রচলিত তরীকত পন্থীরা জিকির করিতেছে কি জন্য?

উত্তর ঃ– অন্তরের রাজায়েল ছাড়া আর একটি ময়লা আছে। তাহা গুনাহের ছবাবে অন্তরে পতিত হয়। তাহা দূর করিবার জন্য জিকিরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা– হাদীসে আছে–

ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه فان تاب واستغفر صقل قلبه -

মূলঅর্থ ঃ– নিশ্চয় ঈমানদার ব্যক্তি যখন কোন একটি গুনাহ করে তখন তাহার অন্তরে কাল দাগ পড়িয়া যায়, অতঃপর যখন সে তাওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তাহার অন্তর (উহা হইতে) সাফ হইয়া যায়।

আর যদি সে গুনাহ করিতে থাকে আর তাওবা ও জিকির না করে তবে তাহার অন্তরে কাল দাগ পড়িতে পড়িতে অন্তরের জ্যোতি নিভিয়া যায়।

৩। প্রশ্ন ঃ– গুনাহ্ করিবার ছবাবে যদি অন্তরে কাল দাগ পড়িয়া যায়, আর তাওবা জিকিরে যদি সাফ হয়, তবে দৈনিক কি পরিমাণ জিকির করা দরকার ?

উত্তর ঃ প্রত্যহ বাদ ফজর এবং বাদ মাগরিব পাঁচশত বার অথবা অন্ততঃ একশত বার করিয়া কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ্ এবং একশত বার আস্তাগফিরুল্লাহ্ .... পাঠ করা এবং দুরুদ শরীফ একশত বার ও লা-হাওলা একশত বার করিয়া পাঠ করা জরুরি মনে হয়। (এই সংখ্যা রোগীর জন্য ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্রের ধারায় ধার্যকৃত। শরীয়াতী আইনে উক্ত সংখ্যা ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা নহে। প্রকাশ থাকে যে, পীর-মোর্শেদগণ মূলতঃ রুহানী বা ধর্মীয় ডাক্তার স্বরূপ।)

৪। প্রশ্ন ঃ– বর্ণিত জিকির করিলে মাফ পাওয়ার আশা আছে কি না ?

উত্তর ঃ– বর্ণিত জিকির করিলে মাফ পাওয়ার আশা আছে, একীন করিতে হইবে। যথা– কুরআন মাজীদের চতুর্থ পারাতে আছে- (মূলকথা) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন – যাহারা ফাহেশা গুনাহ্ বা অন্য কোন প্রকার গুনাহ্ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্ তা'য়ালার জিকির করিবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং পুনঃ গুনাহ্ না করিবার জন্য অঙ্গীকার করিবে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহার গুনাহরাশি মাফ করিয়া দিবেন এবং জান্নাত বখশিশ করিয়া দিবেন।

মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে বসিয়া একা অথবা জামাতের সাথে বলন্দ আওয়াজে জিকির আজকার করা কি? প্রচলিত নফল জিকির-অজিফা আমলে জাহেরী না আমলে বাতেনী?

হাদীস শরীফে আছে – (মূলকথা) এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামের বহু ইবাদাত আছে তার মধ্যে আমাকে একটি উত্তম পথ শিক্ষা দিন। হযরত (সঃ) বলিলেন আল্লাহর নাম দ্বারা সর্বদা স্বীয় জিহ্বাকে

সজীব রাখিবে। **অর্থাৎ–** সর্বদা মুখের জিকির করিবে এই ইবাদাতের নাম নফল ইবাদাত।

জিকির-আজকার হইল ফিকাহের ইবাদাতের অংশ। সুতরাং এটা আমলে জাহেরী, আমলে বাতেনী নহে। কেননা নফল জিকির ও অজীফা শরীর দ্বারা করিতে হয়। অতএব, সকাল-সন্ধ্যার প্রচলিত জিকির-অজীফা আমলে জাহেরী নফল ইবাদাত। আর ইলমে বাতেন শিক্ষা করা ফরজে আইন।

মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে বসিয়া জামাতের সঙ্গে বলন্দ আওয়াজে জিকির করা মুস্তাহাব। যথা – শামি কিতাবের ১ম জিলদের কাদীম ছাপার ৬১৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –

اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد وغيرها الاان يشوش جهرهم على نائم اومصلى اوقارى-

অর্থাৎ– পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামাগণ মসজিদে বা অন্য কোন জায়গায় জামাতের সহিত স্পষ্ট আওয়াজে জিকির করা মুস্তাহাব বলিয়া ইজ্‌মা বা ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু জিকিরের আওয়াজ এইরূপ উচ্চ না হয়, যাহাতে নিদ্রা, নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতে ব্যাঘাত ঘটে।

যদি কোন ব্যক্তি ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া শুধু তরীকার জিকির অজিফা করিতে থাকে তবে সেই ব্যক্তি অলীর দরজায় পৌঁছতে পারিবে কি না?

ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ আর তরীকার জিকির করা নফল ইবাদাত। সুতরাং ফরজ আদায় না করিয়া নফল ইবাদাত করিলে উহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না। যথা– হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) সাহেবের “ফতহুল গায়েব” কিতাবে লিখা আছে –

قال رضى الله عنه ينبغى للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم يشتغل بالنوافل والفضائل فما لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسنن حمق ورعونة فان اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه واهين فمثله كمثل رجل يدعوه الملك الى خدمته فلا ياتى اليه و يقف بخدمة الامير الذى هو غلام الملك وخادمه تحت يده و ولايته عن على بن ابى طالب رضى قال قال رسول الله ﷺ ان مثل مصلى النوافل وعليه فريضة كمثل حبلى حملت فلما دنى نفاسها اسقطت فلاهى ذات حمل ولاهى ذات اولاد و كذلك المصلى لا يقبل الله له نافلته حتى يودى الفريضة -

মূলঅর্থ ঃ– ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হইল প্রথমতঃ সে ফরজ আদায় করিবে তৎপরে সুন্নাত আদায় করিবে তৎপরে নফল আদায় করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ আদায় না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ ফরজ দায়িত্ব পরিত্যাগ

করিয়া সুন্নাত কাজে মশগুল হওয়া আহম্মকী বা জ্ঞানহীনতার কাজ। যদি কোন ব্যক্তি ফরজ আদায় না করিয়া (ফরজ বাদ দিয়া) সুন্নাত বা নফল ইবাদাত করে, তবে তাহার এই নফল ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না। আর এই নফল ইবাদাতে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে না বরং মর্যাদা নষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যেমন কাহাকেও বাদশার খেদমতে ডাকা হইল সে বাদশার খেদমতে না গিয়া বাদশার খাদেম বা চাকরের খেদমতে হাজির হইল।

হযরত আলী বিন আবু তালিব হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত (সঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ফরজ পরিত্যাগ করিয়া নফল কাজে মশগুল হয় তাহার মিছাল যেমন- একজন গর্ভবতী মেয়েলোক তাহার গর্ভের নির্দিষ্ট সময় প্রায় শেষ হইয়াছে এমতাবস্থায় সে ঔষধ ভক্ষণ করিয়া গর্ভপাত করিয়া দিল এক্ষণে উক্ত মেয়ে লোকটি না গর্ভবতী রহিল, না সন্তানের মাতা হইল। গর্ভ ধারণের পরিশ্রম বরবাদ হইয়া গেল।

এমনিভাবে ফরজ আদায় না করিয়া অর্থাৎ— ফরজ পরিত্যাগ করিয়া নফল নামাজ পাঠ করিলে নফল নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায়, ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় না করিয়া তৎপরিবর্তে জিকির অজিফা নফল ইবাদাত করিলে তাহার নফল ইবাদাত কবুল হইবে না। সুতরাং বুঝা গেল ফরজ ছাড়িয়া নফল ইবাদাত দ্বারা অলীদরজায় পৌঁছতে পারিবে না। বরং ফরজ ইলেম শিক্ষা না করিবার ছববে ফাসেক শ্রেণিভুক্ত থাকিবে।

৫। প্রশ্নঃ- কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইলেম শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তরীকা শিক্ষার সময় পীরেরা যে তাওয়াজ্জোহ্ দিয়া থাকে উহাতেই হাছিল হইয়া যায়। এই ধারণা সহীহ্ কি না?

উত্তরঃ- জনাব মাওলানা কারামত আলী সাহেব জাদোত্তাকওয়া কিতাবের **১১৯**নং পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- "অধিকাংশ লোকের ধারণা, ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করার প্রয়োজন নাই, শুধু তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হয়, এই ধারণা একেবারে ভুল। শুধু তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হওয়াতো দূরের কথা, ভাল রকম পড়াইয়া বুঝাইয়া হাছিল করাইতে পারিলেও তো সৌভাগ্য।"

৬। প্রশ্নঃ- কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইল্‌ম বয়ানের কাবেল (যোগ্য) নহে। ইহা গুপ্ত তত্ত্ব, শুধু তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হইয়া যায়। এই ধারণা সহীহ্ কি না?

উত্তর ঃ— জনাব মাওলানা কারামত আলী সাহেব জাদোত্তাকওয়া কিতাবের **১১২**নং পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইলেম বয়ানের কাবেল নহে, শুধু তাওয়াজ্জোহতে হাছিল হয়, এই ধারণা একেবারে ভুল। তাছাওউফের ইলেম ভাল রকম শিক্ষা করা লাগে। এই ভুল ধারণার কারণেই মানুষ এই ইলেম হইতে মাহরূম রহিয়াছে। **লিখক বলেন-** অর্থাৎ— মরহুম নায়েবে রসূল ও মুজাদ্দিদে দ্বীন আল্লামা মুহাম্মাদ হাতেম আলী (রহঃ) তাছাওউফ শিক্ষা **১**ম খন্ডে লিখিয়াছেন- তাছাওউফের ইলেমের তারীফ না জানার দরুনই এই ভুল ধারণা জন্মিয়াছে।

৭। প্রশ্নঃ- কতক লোকের ধারণা তাছাওউফের ইলেম কিতাবস্থ ইলেম নহে। ইহা ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসিয়াছে এই ধারণা সহী কি না?

উত্তরঃ- জাদোত্তাকওয়া কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- মশহুর আছে তাছাওউফের ইলেম ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসিয়াছে, ইহা কিতাবস্থ ইলেম নহে, এই ধারণা একেবারে মিথ্যা ধারণা। জাহেরা শরীয়াত ফিকাহের ইলেম যেরূপ কুরআন ও হাদীস হইতে ছাবেত হইয়াছে, ইল্‌মে তাছাওউফও তদ্রূপ কুরআন-হাদীস হইতে ছাবেত হইয়াছে।

৮। প্রশ্নঃ- কেহ যদি শিক্ষক ছাড়া তাছাওউফের মাছয়ালার কিতাবগুলি নিজে নিজে পাঠ করিতে থাকে এবং আমল করার চেষ্টা করিতে থাকে- তবে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হইবে কি না? এবং ক্বলবের ইসলাহ হইবে কি না ?

উত্তরঃ- শিক্ষক ছাড়া নিজে নিজে কিতাব পাঠ করিলে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হইবে না। কারণ শরীয়াতের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত। যথা-ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ। ফিক্বাহ্ শিক্ষাই যখন শিক্ষক ছাড়া হয় না। তখন তাছাওউফের ইলেম শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা হইবে কেমন করে ?

যদি কোন মাওলানা সাহেব নিজে নিজে দুই একখানা তাছাওউফের কিতাব পাঠ করিয়া ধারণা করিয়া থাকে যে, তাহার তাছাওউফের ইলেম শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে তাহা তাহার ভুল ধারণা।

নিজে নিজে কিতাব দেখার মিছাল যেমন— সমস্ত রাত্র ইউসুফ জোলায়খার পুস্তক শুনিয়া ভোরে জিজ্ঞাসা করে এদের মধ্যে মেয়ে কোন জন ?

তদ্রূপ সমস্ত জীবন তাছাওউফের মাছয়ালার কিতাব নিজে নিজে পাঠ করিয়া বলিয়া থাকে তাছাওউফের ইল্‌ম কিতাবস্থ ইল্‌ম নহে। ইহা (চক্ষু বন্ধ ধ্যানে) ছিনায় ছিনায় হাছিল হয় বা লতিফার ছবকে হাছিল হয় বা কাশফ দ্বারা হাছিল হয় ইত্যাদি।

মোর্শেদে কামেলের ছোহবত ও তালীম ভিন্ন ক্বলবের ইসলাহ সম্ভব নয়। পাক ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল জনাব হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) সাহেব প্রণীত কছদুছ ছাবিলের (বাংলা তরজমা) ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, দেলের মধ্যে যে সব রোগ (দোষ) থাকে তাহা বুঝে কম আসে। যদি কাহারও কিছু বুঝেও আসে তবুও তাহার সংশোধনের নিয়ম জানা থাকে না। যদি কেহ সংশোধনের নিয়মও জানিয়া লয় তবুও নফসের এবং শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া একা জয়ী হইতে পারে না। তাই এই সব জরুরাতের কারণে কামেল পীর ধরার আবশ্যক হয়।

তিনি নফসের মধ্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ থাকে তাহা বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া মুরীদকে সতর্ক করিয়া দেন এবং সেই দোষগুলি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার তদবিরও বাতাইয়া দেন।

তদবিরগুলি যাহাতে শীঘ্র প্রবলভাবে তাছির করিতে পারে সেই জন্য এবং নফসের মধ্যে যে সব রোগ আছে তাহার চিকিৎসা যাহাতে সহজ হইয়া যায়, সেই জন্য নফসের মধ্যে দোরস্তির মাদ্দা পয়দা হওয়ার জন্য কিছু জিকির শোগলও বাতাইয়া থাকেন এবং তিনি তালীমুদ্দিন কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার

আদত এবং সাধারণ নিয়ম এই জারি আছে যে, বিনা উস্তাদে কোন বিষয় শিক্ষা করা যায় না।

৯। প্রশ্নঃ- ফিক্বাহের ইলেম যেরূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। তাছাওউফের ইল্‌মও তদ্রূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয় কি না?

উত্তরঃ- ফিক্বাহের ইলেম যেরূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, তাছাওউফের ইলেমও তদ্রূপ পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। যেহেতু উভয় ইলেম কুরআন-হাদীস হইতে বাহির হইয়াছে। যে মাছয়ালাগুলি বাহ্যিক শরীরের সঙ্গে মোতায়াল্লাক(সম্পর্কযুক্ত) উহা ফিক্বাহ্ আর যে মাছয়ালাগুলি অন্তরের সঙ্গে মোতা'য়াল্লাক উহা ইল্‌মে তাছাওউফ। মোট কথা- শরীয়তের আমলী মাছয়ালা দুইভাগে বিভক্ত, ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ। উভয় ইলেমই পড়াশুনা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

১০। প্রশ্নঃ- বর্তমানে টাইটেল বা দাওরা পাশ করিলে ফিক্বাহ্ তাছাওউফ উভয় ইল্‌ম শিক্ষা হয় কি না?

উত্তরঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় টাইটেল বা দাওরা পাশ করিলে ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা হয় না। কারণ তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এইরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই।

১১। প্রশ্নঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় কুদূরী, শরহে-বেকায়া, হিদায়া কিতাব পাঠ্য করা হইয়াছে, উক্ত কিতাবে তাছাওউফের মাছয়ালা লিখা হইয়াছে কি না?

উত্তরঃ- কুদূরী, শরহে বেকায়া, হিদায়া, মোতাআখ্‌খেরীণ আলেমদের ফিক্বাহের কিতাব, উহাতে শুধু (আমলে জাহেরী) ফিক্বাহের মাছয়ালা লিখা হইয়াছে। তাছাওউফের মাছয়ালা লিখা হয় নাই। [জামাতে উলার পাঠ্য মোছাল্লামুছছুবূত কিতাবের আরবি হাশিয়া ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

১২। প্রশ্নঃ- বর্তমানে মাদ্রাসায় কুরআন, হাদীস পাঠ্য করা হইয়াছে। উহাতে তাছাওউফের মাছয়ালা শিক্ষা হয় কি না?

উত্তরঃ- বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসার নিয়ম অনুযায়ী প্রচলিত ধারায় শুধুমাত্র কুরআন-হাদীস পাঠ করিলে ফিক্বাহ্, তাছাওউফ উভয় ইল্‌মের কোন ইল্‌ম শিক্ষা অর্জন হয় না। এই কারণে ফিক্বাহের আলেম হওয়ার জন্য ফিক্বাহের মাছয়ালার কিতাব কুদূরী, শরহে বেকায়া, হিদায়া ইত্যাদি বহু কিতাব পাঠ্য করা হইয়াছে। কাজেই ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা হয়। কিন্তু তাছাওউফের ইল্‌মের ফরজ হাছিল হয় এইরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই, এই জন্য তাছাওউফের ইলেম শিক্ষা হয় না।

১৩। প্রশ্নঃ- মারেফাত কি জিনিস? মারেফাতের ইলেম শিক্ষা করা কি?

উত্তরঃ- ফিকাহ্ ও তাছাওউফের আমল করার দরুন অন্তরে যে, এক প্রকার নূর পয়দা হয় তাহাকে মারেফাত বলে। পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল, মারেফত বা ইলমে মুকাশাফা উহা এক প্রকার নূর আমল করার দরুন অন্তরে পয়দা হয়। উহা শিক্ষার বিষয় নহে।

দুধলপীর সাহেবের দরবার শরীফে বাৎসরিক মাহ্ফিল প্রতি বছর ৭, ৮ ও ৯ ফাল্গুন এবং ২১, ২২, ও ২৩ কার্তিক।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে প্রেরণের প্রধানতঃ উদ্দেশ্য হইল আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্ শিক্ষা দেওয়া।

পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা বাক্বারার ১২৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করিয়াছেন-

واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمت فا تمهن قال انى جاعلك للناس اماما-

মূলঅর্থ ঃ- মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বহু বিষয়ে পরীক্ষা করিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যেকটি পরীক্ষায় ১০০ তে ১০০ নম্বর পাইয়া পাশ করিলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহাঁকে বলিলেন, হে ইব্রাহীম! আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম নিযুক্ত করিলাম।

ইব্রাহীম (আঃ) খুশী হইয়া বলিলেন -

قال ومن ذريتى

অর্থাৎ- আমার সন্তানদেরকেও ধর্মীয় নেতাদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিলেন-

قال لاينال عهدى الظالمين -

মূলঅর্থঃ- জালেমদেরকে ধর্মীয় নেতা করা হইবে না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন যে, আমি কত নম্বরের ইমাম আল্লাহ তায়ালা জানাইয়া দিলেন তুমি দ্বিতীয় নম্বরে আর বিশ্বনবী (সঃ) প্রথম নম্বরে।

তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মনে মনে চিন্তা করিলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হইতে যখন বিশ্বনবীকে ফাস্ট ঘোষণা করা হইয়াছে তখন আমি আর ফাস্ট হইতে পারিব না। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা যখন আমার উপর খুশী থাকিবেন তখন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে করুণ ভাবে দোয়া করিয়া এমন একটি বিষয়ের (দোয়া) পাস করাইব যাহাতে মুরব্বী হিসাবে বিশ্বনবী (সঃ) আমাকে সম্মান করিতে বাধ্য হন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন একটি কাজ করিবার তৌফিক দান কর, যে কাজটি কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে এবং আমি উহার ছাওয়াব পাইতে থাকিব। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহাকে জিব্রাইলের মাধ্যমে জানাইলেন তুমি কাবাঘর নির্মাণ কর। আর হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে কাবাঘর নির্মাণের স্থান দেখাইয়া দিতে বলিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে নিয়া কাবাঘর নির্মাণের স্থানে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে এক খন্ড মেঘ আসিয়া ছায়া দিয়া তাঁহাদেরকে কাবাঘর নির্মাণ করিবার সীমানা দেখাইয়া দিল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, এই সীমানা পর্যন্ত কাবাঘর নির্মাণ করুন।

কাবাঘর নির্মাণ সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিলেন হে আল্লাহ! এই কাবাঘর নির্মাণ করিতে লোকের প্রয়োজন হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন তুমি রাজ মিস্ত্রী এবং তোমার ছেলেকে জোগাড়িয়া হিসাবে কাজ করিয়াই এই কাবা ঘর নির্মাণে কাজ শেষ করিতে হইবে। অন্য কোন লোক এই কাজে লওয়া যাইবে না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) কাবাঘর নির্মাণের কাজ শুরু করিয়া দিলেন, এক পর্যায়ে দেয়াল যখন উঁচু হইয়া গেল এবং হাতের নাগালে পাওয়া যাইতেছিল না।

তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন একটি পাথর আনিয়া আমার পায়ের নিচে দাও, যেইটুকু গাঁথুনির মসল্লা তৈরী করা আছে উহা দ্বারা যেই কয়টি পাথর গাঁথা যায় গেঁথে রাখি।

ইসমাইল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ) –এর পায়ের নিচে পাথর আনিয়া দেওয়ার সাথে সাথে মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরতে পাথর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর পা মোবারক দ্বয়কে কদমবুচি করিয়া লিফটের মত কাজ করা শুরু করিল। অর্থাৎ– যখন পাথর গাঁথার জন্য উপরে উঠা প্রয়োজন হয় তখন পাথর খানা উপরে উঠিয়া যায়। আবার যখন গাঁথুনির মসল্লা ও পাথর নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন নিচে নামিয়া আসে। আল্লাহু আকবার! হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) এইরূপ আশ্চর্য কান্ড দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং সুন্দর ভাবে কাবাঘর নির্মাণ করিলেন।

কাবাঘর নির্মাণ শেষে তাহারা চিন্তা করিলেন কাবাঘর নির্মাণ করিলাম বেশ ভালো কথা, কিন্তু বহু মাইলের মধ্যে কোন লোকজন নাই, সুতরাং ইবাদাতইবা করিবে কাহারা? আর ছাওয়াবইবা পাইব কিভাবে?

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্তরের খবর জানেন। তাই তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) –এর মনের আশা পূরণের জন্য বলিলেন, হে ইব্রাহীম! তুমি মানুষদেরকে এই কাবা ঘরে আসিয়া হজ্জ্ব করিবার জন্য ডাক দাও। ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ মোতাবেক কাবাঘরে আসিয়া মানুষদেরকে হজ্জ্ব করিবার জন্য ডাক দিলেন। আর তাহার ডাকের আওয়াজ আল্লাহ তায়ালা রূহের জগতে, দুনিয়ার জগতে, দুনিয়ার জগতের ঘুমন্ত ব্যক্তির কাছে, ব্যবসায়ীর কাছে, চাষীর কাছে, চাকুরীজীবির কাছে, এক কথায় সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমান ভাবে পৌঁছাইয়া দিলেন, ফলে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ হজ্জ্ব করিবে চাই সে জাহান্নামী হউক বা বেহেশ্তী হউক, সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল লাব্বাইক, লাব্বাইক। এই আওয়াজ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শুনিতে পাইলেন। ইহাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত অসংখ্য লোক এখানে হজ্জ্ব করিতে আসিবে, সুতরাং আমি উহার ছাওয়াব পাইব।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চিন্তা করিলেন মেহমান দাওয়াত দিয়া যদি নিরাপদে রাখা না যায় এবং খানার ব্যবস্থা করা না যায়, তাহা হইলে সেটা ভালো হয় না। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমে শহরের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিলেন–

واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا -

মূলঅর্থ ঃ– হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন হে আল্লাহ! আপনি এই শহরকে নিরাপদ শহরে পরিণত করিয়া দিন। ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহার দোয়াকে কবুল

করিয়া ঐ শহরকে এমন নিরাপদ ও সুরক্ষিত করিয়াছেন যে আজ পর্যন্ত কোন শত্রু জাতি অথবা শত্রু রাজা এ শহরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেনি। আসহাবে ফিলের ঘটনা আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা কাবাঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করিতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শহরের লোকজনের রিজিকের ব্যবস্থার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিলেন।

وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر-

মূলঅর্থ ঃ- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি এই শহরের লোকজনের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে তাহাদেরকে ফলের দ্বারা রিজিকের ব্যবস্থা করুন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিলেন-

قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير-

মূলঅর্থ ঃ- আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিলেন, আমার সর্ববিধান হইল দুনিয়াতে আমার নেয়ামত সমূহ নেক্‌কার-বদকার সকলেই ভোগ করিবে। আর আখেরাতে একমাত্র নেককার বান্দারা আমার নেয়ামত সমূহ ভোগ করিতে পারিবে। কেননা قليلا দ্বারা দুনিয়ার জীবনকে বুঝানো হইয়াছে। আর দুনিয়ার জীবনেই শুধু কাফেরদেরকে ছাড় দেওয়া হইয়াছে আখেরাতে নয়।

ব্যাখ্যাসহ মূলকথা হইল- আল্লাহ বলিলেন, শুধুমাত্র ঈমান দারদেরকে ফলের দ্বারা রিজিক দিব তোমার দোয়ার এই অংশটুকু আমার দুনিয়ার সর্ববিধানের উল্টো। সুতরাং আমি দুনিয়ায় যাহারা কাফের তাহাদেরকেও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করিবার সুযোগ দিব। অতঃপর তাহাদেরকে বল প্রয়োগে দোযখের আজাবে নিক্ষেপ করিব। আর সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শহরবাসীদেরকে ফলের দ্বারা রিজিক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করিতেছেন আর হযরত ইসমাইল (আঃ) আমীন আমীন বলিতে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়াকে কবুল করিয়া শহর বাসীদের ফলের দ্বারা রিজিকের ব্যবস্থা হিসেবে ফলফলাদিসহ সুন্দর সুন্দর গাছপালা সমৃদ্ধ একটি বাগানকে কাবাঘরের চতুর্দিকে ছয় বার নিঃশব্দে আর একবার স্বশব্দে প্রদক্ষিণের নির্দেশ দিলেন। বাগান নিঃশব্দে ছয় বার প্রদক্ষিণ করার পর সপ্তম বার স্বশব্দে প্রদক্ষিণ করিল। দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করিবার কারণে শো শো আওয়াজ সৃষ্টি হইল। তাহা শুনিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) উপরের দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন একটি বাগান গাছপালা ফলফলাদিসহ কাবাঘর প্রদক্ষিণ করিতেছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন বাগানটি আরো ছয় বার নিঃশব্দে প্রদক্ষিণ করিয়াছে এই ইহল সপ্তম বার। আর এই বাগানটি কাবা ঘর হইতে সত্তর মাইল দূরে গিয়া পরিল। আল্লাহ বাগানকে মাটির সাথে ফিট করিয়া দিলেন। যাহাকে হাদীক্বাতুত তায়েফ বা তওয়াফ কারী বাগান বলা হয়। আর এই বাগানের নাম অনুসারে উক্ত এলাকার নাম হইল তায়েফ।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভাবিলেন, বাগানটি কাবাঘরের চতুর পার্শ্বে সাত বার ঘুরিল কেন? মনে হয় আল্লাহ এই ঘর সাত বার তওয়াফ করা পছন্দ করেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার পছন্দীয় কাজ আমাদেরও করিতে হইবে।

সুতরাং, তিনি তাহার ছেলেকে নিয়া সাত বার কাবাঘর তাওয়াফ করিলেন। আজও ইব্রাহীম (আঃ) –এর এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য সাত বার তাওয়াফ করা হজ্জের বিধানের মধ্যে রাখা হইয়াছে।

কাবাঘর তাওয়াফের পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চিন্তা করিলেন– আমার দোয়া কবুল হইয়াছে এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু সুন্দর সুন্দর গাছপালা ফলফলাদিসহ একটি বাগান উড়িয়া আসিয়া সাত বার কাবাঘর প্রদক্ষিণ করিয়া তায়েফে পরার অর্থ কি? আল্লাহ হয়ত আজকে আমাদের প্রতি খুশী আছেন। ইতিমধ্যে হযরত জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া তাঁহাদেরকে নিশ্চিত করিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি অত্যন্ত খুশী আছেন। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র সর্ববিধানের মধ্যে যে দোয়া করিবেন। আল্লাহ্ সেটাই কবুল করিবেন।

এই সুযোগে এক নম্বরের ইমাম হযরত বিশ্বনবী (সঃ) যাহাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) –এর বংশধর হয় এবং তিনি মুরব্বী হিসেবে বিশ্বনবী (সঃ) –এর সম্মান পাইতে পারেন। তাহা আল্লাহর কাছে দোয়া করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কথিত আছে, এক জমিদার কথায় কথায় বলিয়াছিল ডিসিও আমার পায়ের ধুলা নেয়। সেই দিন হইতে তাহাকে দেখিলেই লোকজনরা তাহাকে বলিত ডিসিও ধুলা নেয়, ডিসিও ধুলা নেয় ---। কথাটি বলিয়াও লোকটি বেকায়দায় পরিয়া গেল। এহেনো পরিস্থিতিতে লোকটি চিন্তা করিল কথাটি দূর করিতে হইলে ডিসির দ্বারা ধুলা লওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তাই তিনি নাতিদের হইতে একজন মেধাবী নাতিকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করাইলেন। ঐ নাতি বি সি এস দিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে চাকুরী পাইল। পরে প্রোমশন পাইয়া ডি.সি হইল।

যখন ঐ জমিদারের নাতির ডি সি পদে চাকুরী হইল তখন, এই উপলক্ষে গ্রামের লোকজন ও আত্মীয় স্বজন সবাইকে দাওয়াত দিয়া জাঁকজমক ভাবে একটি অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়া শেষে জমিদারের নাতি নতুন ডিসি পদের চাকুরিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়া যাওয়ার সময় সকলের সামনে যখন ঐ জমিদার দাদার পা থেকে ধুলা নিতিছিল, তখন ঐ জমিদার সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমি যে বলিয়াছিলাম ডিসিও আমার পায়ের ধুলা নেয় এখন দেখ ধুলা নেয় কিনা?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চিন্তা করিলেন-বিশ্বনবী (সঃ) অবশ্যই মানুষেরই ঔরসে আসিবেন। তাই সে যদি আমার বংশ থেকে হয় তাহা হইলে অবশ্যই মুরব্বী হিসেবে আমি সম্মান পাইব।

তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন– এখন আমরা কাবাঘরের সাথে হাত মিলাইয়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য দোয়া করিব, যাহা কবুল হইলে তুমিও ধন্য আর আমিও ধন্য। সুতরাং তুমি আমীন আমীন বলিবে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিলেন–

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم - انك انت العزيز الحكيم -

মর্মার্থ ঃ– হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাহাদের কাছে আপনার আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া আক্বাইদকে দুরস্ত করিবেন এবং তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ অর্থাৎ– ইলমে ফিক্বাহ শিক্ষা দিবেন আর অন্তর সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা

দিয়া তাহাদের অন্তরকে পবিত্র করিবেন। এই তিন পর্যায়ের দায়িত্বপালনে উপযুক্ত রসূল প্রেরণের মত ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনার আছে। আর কি কায়দায় প্রেরণ করিতে হইবে সে কৌশলও আপনার জানা আছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার দোয়ায় অন্তর সম্বন্ধীয় বিদ্যা ইলমে তাছাওউফকে তৃতীয় নম্বরে উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে ইলমে তাছাওউফকে দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর দোয়ার উল্লেখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন–

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين -

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ মর্মার্থ ঃ– আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহাদের মাঝে তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন রসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদের কাছে তাঁহার আয়াত তিলাওয়াত করিয়া ঈমান দুরস্ত করেন এবং অন্তর সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দিয়া অন্তরকে পবিত্র করেন এবং ফিক্বাহের মাছয়ালাসমূহ শিক্ষা প্রদান করেন। এই তিন ভাগে দায়িত্ব পালনকারী রসূল আসিবার পূর্বে তাহারা ছিল ঘোর পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা জুমায়ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বর্ণিত দোয়ায় উল্লেখিত ভাষার পূর্ণবিন্যাস করিয়া ইরশাদ করেন–

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين -

মর্মার্থ ঃ– তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য হইতে একজন রসূল প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি তাঁহাদের নিকট তাঁহার আয়াত বা নির্দর্শন সমূহ তিলাওয়াত করিয়া ঈমান আকীদা দুরস্ত করেন, আর ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা দানের মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র করেন। আর ফিক্বাহের মাছয়ালা সমূহ শিক্ষা দান করেন। এই তিন ভাগ দায়িত্ব পালনকারী রসূল আসার পূর্বে তাহারা ছিল ঘোর পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা দিবেন এমন একজন রসূল তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) –এর বংশে প্রেরণের জন্য, আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুলও করিয়াছেন। কিন্তু আগের দোয়ার ফলাফল তিনি দেখিয়াও গিয়াছেন। যেমন– শহর বাসীদের ফলের দ্বারা রিজিকের ব্যবস্থা হওয়া। আর এইবারের দোয়ার ফলাফল তিনি দেখিয়া যাইতে পারেননি। এই মর্মে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করিয়াছেন–

ولاتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون - كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و الحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون -

মমার্থ ঃ– হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেই নিয়ামত তাহার বংশে দান করিবার জন্য আমার কাছে দোয়া করিয়াছিল আমি তোমাদের প্রতি সেই নিয়ামতকে পরিপূর্ণ

করিয়া দিয়াছি, যাহাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হও। যেমন আমি তোমাদেরই মধ্য হইতে এমন এক রসূল পাঠাইয়াছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া তোমাদের আক্বাইদ দুরস্ত করেন এবং অন্তর সম্বন্ধীয় বিদ্যা অর্থাৎ– ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা দিয়া অন্তরকে পবিত্র করেন এবং ফিক্বাহের মাছয়ালা শিক্ষা দান করেন। আর এমন এমন বিষয় শিক্ষা প্রদান করেন যাহা তোমরা রসূল আসিবার পূর্বে জানিতে না। আল্লাহ বলেন

فاذ کرونی اذکرکم واشکروالی ولاتکفرون -

অতএব, তোমরা এই তিন ভাগের দায়িত্ব পালনকারী রসূল ও রসূলের অবর্তমানে নায়েবে রসূলকে গ্রহণ করতঃ পরিপূর্ণ দ্বীন (আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্) শিক্ষা ও আমল করিয়া পরিপূর্ণ মুসলমান হইয়া আমাকে স্মরণ করো, তাহা হইলে আমিও তোমাদিগকে জান্নাত দান করিয়া সরণ করিব।

বর্ণিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, বিশ্ব নবীকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক ভাবে তিনটি **[প্রমাণে– মুফতি শফি রহঃ –এর লিখিত পবিত্র কুরআনুল কারীম]** অর্থাৎ– আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা দেয়া। যাহারা হিদায়েত গ্রহণ করতঃ আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্ শিক্ষা গ্রহণ ও আমল করে এবং উহা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান অনুযায়ী মালী বন্দেগী ও শক্তি পরিমাণ অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা ও সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা (সংগ্রাম জিহাদ) করে তাঁহাদের বাসস্থান হইবে অমরপুরী বেহেশ্ত উদ্যান।

কুরআনে বর্ণিত দুনিয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী সমূহ অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। সুতরাং কুরআনে আখেরাতের ব্যাপারে যেই সমস্ত বিষয়াবলীর উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলিও অবশ্যই সত্য হইবে।

কুরআন শরীফে সূরা রুমের মধ্যে উল্লেখ আছে–

غلبت الروم فی ادنی الارض وھم من بعد غلبھم سیغلبون-

মূলকথা ঃ– রসূল (সঃ) এর মক্কায় অবস্থান কালে রোম এবং পারসিকদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পারসিকরা ছিল অগ্নি পূঁজারী মুশরিক, ফলে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করিত। পক্ষান্তরে, রোমকরা ছিল খ্রীষ্টান আহলে কিতাব ফলে মুসলমানদের আন্তরিক কামনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হউক। কিন্তু যুদ্ধে পারসিকরা জয় লাভ করিল।

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুসলমানদেরকে এই বলিয়া লজ্জা দিতে লাগিল যে, মুসলমানরা যাহাদের সমর্থন করিত তাহারা পরাজিত হইয়াছে। আরো বলিতে লাগিল যে, আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করিয়াছে, তেমনি আমাদের মোকাবেলায় মুসলমানরাও একদিন পরাজিত হইবে। ইহাতে মুসলমানগণ আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হইল। ফলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের সান্তনার উদ্দেশ্যে সূরা রুমের প্রাথমিক আয়াতগুলি নাজিল করেন। উক্ত আয়াত সমূহে ভবিষ্যত বাণী

করা হইয়াছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইবে এবং সেই দিন মুসলমানগণও মক্কার মুশরিদদের উপর বিজয় লাভ করিবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) যখন এইসমস্ত আয়াত শুনিলেন তখন মক্কার চতুর পার্শ্বে এবং মুশরেকদের সমাবেশে ও বাজারে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, তোমাদের আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কয়েক বছরের মধ্যেই রোমকরা পারসিকদের উপরে জয়লাভ করিবে এবং আমরাও তোমাদের উপর বিজয় লাভ করিব।

মুশরিকদের মধ্য হইতে উবাই ইবনে খলফ কথা ধরিল এবং বলিল তুমি মিথ্যা বলিয়াছ এইরূপ হইতে পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন- আল্লাহ্‌র দুশমন তুমিই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্য বাজী রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোমাকে দশটি উট দিবো আর বিজয়ী হইলে তুমি আমাকে দশটি উট দিবে। উভয়ই ইহাতে সম্মত হল। এক পর্যায়ে তাহাদের মধ্যে বিজয়ের সময় সীমা তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর নির্ধারিত হইল। আর দশটি উটের পরিবর্তে একশত উট নির্ধারিত হইল।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন এবং ঐসময়ই রোমকরাও পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করেন। কুরআন কিভাবে সত্যে পরিণত হইল। **এই ভাবে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে দুনিয়াবি ভবিষ্যত বাণীর সংবাদ রহিয়াছে, যাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে।**

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বাজীতে জয় লাভ করেন, তখন উবাই ইবনে খলফ বাঁচিয়া ছিল না, সে বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তাই উবাই ইবনে খলফের উত্তারাধীকারীর নিকট বাজীর একশত উট দাবী করিলেন, ফলে মক্কার লোকজন বলিল- তাড়াতাড়ি উট দিয়া দাও না হয় সকলেই জানিয়া যাইবে, যে কুরআন জিতিয়াছে। তাই তাহারা তাড়াতাড়ি একশত উট দিয়া দিল। আবু বকরের প্রেরিত লোকজন তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িসহ সকলের নিকট কুরআন জিতার সংবাদ পৌঁছাইলেন। অতঃপর তাহারা উটগুলি নিয়া মদিনায় পৌঁছিলেন। হযরত আবু বকর উটগুলি রসূল (সঃ) –এর দরবারে উপস্থিত করিলেন। রসূল (সঃ) বলিলেন উট গুলি সদকা করিয়া দাও।

উল্লেখিত বিবরণে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা রুমের আলোচ্য ভবিষ্যত বাণী যেই ভাবে সত্যে পরিণত হইয়াছে, **তদ্রূপ কুরআনে আখেরাতের ব্যাপারে যেই সমস্ত বিষয় উল্লেখ আছে সেইগুলিও আবশ্যই সত্যে পরিণত হইবে।**

হাদীসে বর্ণিত দুনিয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী সমূহ অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। সুতরাং হাদীসে আখেরাতের ব্যাপারে যেই সমস্ত বিষয়াবলীর উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলিও অবশ্যই সত্য হইবে।

রসূল (সঃ) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া উল্টো দিকে রওয়ানা হইলেন, যাহাতে মক্কা বাসীদের কাছে আসল তথ্য ফাঁস না হয়। এই দিকে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তানগণ মক্কায় ছিল বিধায় তিনি রসূল (সঃ)-এর মক্কা বিজয়ের সংবাদ জানাইয়া একটি পত্র লিখিয়া জনৈক মহিলার মাধ্যমে মক্কাবাসীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইদিকে রসূল (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও অন্য দুইজন সাহাবীকে বলিলেন, তোমরা ঘোড়ায় চরিয়া রওজায়ে খাক নামক স্থানে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া যাহাকে পাও তাহার কাছ থেকে একটি চিঠি উদ্ধার কর। তাহারা সেখানে গিয়া এক মহিলাকে দেখিতে পাইলেন। হযরত আলী (রাঃ) এর সাথীরা বলিলেন মহিলার কাছে চিঠি আসিবে কোথা হইতে? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন যে, রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন যাহাকে পাও তাহার কাছ থেকে একটি চিঠি উদ্ধার কর। সুতরাং অবশ্যই এই মহিলার কাছে চিঠি পাওয়া যাইবে। তাহার কাছে চিঠি চাওয়া হইলে সে বলিল আমার কাছে চিঠি আসিবে কোথা হইতে? আপনি তো আমাকে চিনেনই- আমার বাপের বাড়ি মক্কায় আমি সেখানে যাইতেছি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন এইসব কথা চলিবে না। রসূল (সঃ) বলিয়াছেন অবশ্যই তোমার কাছে চিঠি আছে। যদি তুমি চিঠি না দাও তাহা হইলে তোমাকে সব ধরনের তল্লাশি করা হইবে। সে বলিল করুন। এরপর মহিলাকে সব-ধরণের তল্লাশি করিবার পরেও যখন চিঠি পাওয়া গেল না তখন আলী (রাঃ) এর সাথীরা বলিল এর কাছে কোন চিঠি নাই। হযরত আলী (রাঃ) আবার বলিলেন রসূল (সঃ) যখন বলিয়াছেন তখন এর কাছে অবশ্যই চিঠি আছে। হয় চিঠি দিবে না হইলে মহিলাকে কাটিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিব। এই কথা বলিয়া যখন আলী (রাঃ) তরবারী উত্তোলন করিলেন তখন মহিলা চিঠি দিতেছি, চিঠি দিতেছি বলিয়া চুলের বেনীর ভিতর হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল। **হাদীস কি ভাবে সত্যে পরিণত হইল! এই ভাবে বহু হাদীসের মধ্যে দুনিয়াবি বিষয় ভবিষ্যত বাণী করা হইয়াছে। যাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে।**

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল যে, দুনিয়ার ব্যাপারে হাদীসের কথাগুলি যেমনি ভাবে সত্যে পরিণত হইয়াছে, **তেমনি ভাবে আখেরাতের বিষয়সমূহ যা হাদীসে উল্লেখ আছে সেইগুলিও অবশ্যই সত্য হইবে।**

হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন

For apps, e-books

Audio & Video downloads and free resource

Visit www.islamicharf.org